স্বপ্ন দর্শন।

শ্রীললিত মোহন সিংহ রায়

দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রেস,—৫নং অক্রুর দত্তের লেন।

১৩১০।

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়।

ভূমিকা।

ইহাতে বেশী কিছু লিখিবার নাই, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, এই পুস্তকের লিখিত ব্যাপার সমস্তই কল্পিত নহে, অবশ্য কতকটা বটে। সহজেই যে সকল বিষয় লইয়া সময়ে সময়ে তর্ক করা যায়, সেই সকল বিষয় গুলি এই পুস্তকের মধ্যে প্রবেশ করাইতে গিয়া, কতকটা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে মাত্র। সাধারণতঃ কর্ম্ম দুই প্রকার দেখা যায়। একটী সকাম আর একটী নিষ্কাম। কিন্তু আবার তার মধ্যে সকাম কি নিষ্কাম তাহা বোঝা যায় না, এমন অনেক কর্ম্মও আছে, অথবা কর্ত্তার মনে সেটা সকাম কর্ম্ম কি নিষ্কাম কর্ম্ম তাহারই কোন স্থিরতর নাই এমন দেখা যায়। কথন আবার দেখা যায় যে, কোন কর্ত্তা সকাম ভাবে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়া, অবশেষে দায়ে পড়িয়াই হউক বা কোন দৈবক্রমেই হউক নিষ্কাম ভাব গ্রহণ করিয়া বসেন। আবার কথন ঘটনা চক্রে পড়িয়া নিষ্কামও সকাম হইয়া পড়ে। আমি এই যে একটী কর্ম্ম করিলাম উহা সকাম কি নিষ্কাম তাহা আমিই বেশ বুঝিতে পারি

নাই। কিন্তু যখন মুদ্রিত করিতে বসিয়াছি, তখন প্রকারান্তরে সকামই ভাবিয়া লইতে হইবে। এখন কামনাটা কি দেখিতে গেলে কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কারণ, আমি শাস্ত্রাদি কিছুই পড়ি নাই ও তাহার মীমাংসা সকলের সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কেবল পণ্ডিত মণ্ডলির সহিত কথা বার্ত্তায় ও সৎ উপদেশ দ্বারায় সময়ে সময়ে উপদিষ্ট হইয়া আপন মনের ভিতর, সেই সকল উপদেশ লইয়া তর্ক বিতর্ক করিবার পর, সেই মনেই যাহা উদিত হইয়াছে, সেই গুলিই লিখিয়াছি। উহা ভ্রম পূর্ণ হইতে পারে বা গুপ্ত ভাবে উহার মধ্যে সার ভাগও থাকিতে পারে। কিন্তু কি যে আছে তাহাও বুঝিবার সম্বন্ধে আমার ক্ষমতার অভাব। তবে একটী বিশেষ কথা আছে যে, মনের বৃত্তিরাই এই জগতে সকলকে সকল কাজ করায়। ঐ বৃত্তির আবার উৎপত্তি স্বকৃত কর্ম্মফল হইতে হইয়া থাকে। কর্ম্মের সমন্ধে আবার দুইটি মার্গ বা পথ আছে একটী প্রবৃত্তি ও অপরটি নিবৃত্তি। কর্ম্মের প্রধান কর্ত্তাকে ও ঐ মার্গদ্বয়কে কে দেখায় তাহা দেখিতে গেলে মনকেই পাওয়া যায়। এখন যদি দেখা যায় যে, মনের প্রধান পরিচালক কে, তখন সেই প্রাতঃ স্মরণীয় ঋষিবাক্য মনে পড়ে যথা।—

জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ,
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষী কেশ হৃদি স্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

যদি এই উপরের ঋষি বাক্যের প্রতি আস্থা দেওয়া যায়, আর উহা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে, অবশ্যই যে যাহা কর্ম্ম করুক না কেন, কোনটাই নিষ্ফল বা অসার নহে। উহার কোন না কোন ফল আছেই বা কখন না কখন উহা হইতে সার ভাগ বাহির হইবেই হইবে। আমি সেই ঋষি বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া, এবং যদি কেহ কোন প্রকারে উহা হইতে কোন সার ভাগ বাহির করিতে পারেন, এই প্রত্যাশায় এই কর্ম্ম ফলটি মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এখন এই কর্ম্ম যে কতকটা সকাম তাহা আমার এই "প্রত্যাশার" দ্বারাই প্রকাশ পাইল। কেবল মাত্র পাঠক মহাশয়দিগের নিকট এই প্রার্থনা যে, যদি ইহাতে ভ্রমের অংশ বেশী হয় বা ইহা সমস্তই ভ্রম পূর্ণ হয় তাহা হইলে আমি ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ জ্ঞানে ক্ষমা করিবেন অলমতিবিস্তরেণ॥

গ্রন্থকারস্য।

স্বপ্ন দর্শন।

—o—

হঠাৎ একদিন আমার মনে হ'ল যে আমরা এই জগতের কি জিনিস, কেন এসেছি, কে এনেছে, আর কেন এই মাথার ঘাম পায়ে ফে'লে শঠতা ও প্রবঞ্চনা ক'রে, মিথ্যা কথা ব'লে ও নিজের স্বার্থের জন্য এত ক'রে খেটে মরি। আর সেই সকলের ফলই বা কি? সুখে আনন্দ ও দুঃখে কষ্ট কেনই বা বোধ করি, আর সেই সুখ দুঃখই বা কার। এই মত অনেক কথা ভাবিতে লাগলাম, ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মনে হ'ল, আমি কে? আমি বলিতে যদি আমার নিদ্রাভঙ্গ নামকে বুঝায় তবে এই পঞ্চভুতাত্মক দেহের লোপ হইলেই নামের লোপ হ'য়ে গেল, তাহলে আর আমার আমিত্ব কই থাকে? শাস্ত্রে বলে যে আমার কর্ম্মফল শেষ্ আমাকেই ভোগ করিতে হ'বে। কিন্তু যদি আমার মরণের পর আমার আমিত্বই রইলনা তখন আবার কর্ম্মফল আমি কেমন ক'রে ভোগ কর্‌ব? এই এক বিষম ভাবনায় প'ড়ে বড়ই গোলে পড়্‌লাম কিছুই ঠিক কর্‌তে পার্‌লাম না। আমি শাস্ত্র পড়ি নাই যে শাস্ত্র দেখে

মীমাংসা করব, আমাকে বুঝিয়ে দেয় এমন লোক কেউ কাছে নাই, যাঁরা আছেন তাঁরা সকলেই আমার মত দুটো চারটে ভাসা ভাসা কথা শুনে শিখে রেখেছেন, কথা উঠ্‌লেই সেই সব কথা তুলে মীমাংসা করতে চান, কিন্তু তর্ক ধরলেই বিপদে পড়েন। তখন এর মীমাংসা কে করে।

একটি অধ্যাপক একটু দূরেই ছিলেন, তাঁকে ধরলাম তিনিও ঐ মত দুটো ন্যায়ের কথা তুলে দুটো স্মৃতির বচন আউড়ে গোলে হরিবোল দিতে লাগ্‌লেন। রঘুনন্দন যা লিখেছেন আহ্নিক তত্বে যা লেখা আছে বা প্রায়শ্চিত্ত তত্বে যে পাপের যে ফল লিখেছে তা ছাড়া তাঁর আর বিদ্যার দৌড় নাই, তবে আমার সঙ্গীদের চেয়ে দুই পাঁচ কথার উপর বেশীর ভাগ শ্লোক কতকগুলো জানা আছে, তাই ব'লে বুঝাতে গেলেন; কিন্তু ফলে কিছুই হ'লনা। আমার যে গোল সেই গোলই র'য়ে গেল। ফিরে এসে স্থির হয়ে ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম, মাঝে মাঝে অপর কথা কই, আর ফাঁক পেলেই ভাবি, কিছুই মীমাংসা কর্ত্তে পারলাম না, মনটা বড়ই চঞ্চল হ'ল এমন কি সে দিন ভাল করে খাওয়াও হ'ল না, ক্রমে রাত হ'ল খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। শুয়েও পড়ে পড়ে ভাবছি ঘুম আর

হয় না, রাত বারটা হ'ল, ঘড়িটে বাজ্‌ল শুন্‌লাম, শুনেও দেখলাম, কিন্তু তার পরে জানি না কখন হঠাৎ ঘুম এসে গেছে। যেমন ঘুম এ'ল অম্নি এক অদ্ভুত স্বপ্ন আরম্ভ হ'ল। দেখ্‌লাম যেন আমি আপনার বাড়ীতে বসে আছি, চারি ধারে আমার মেয়েরাও তাদের ছেলে মেয়েরা সব আমায় ঘেরে আছে আমার পত্নী আমার কাছেই আছে, সকলেই বসে কথা বার্ত্তা আমোদ আহ্লাদ কর্‌ছি; রাত্রি কাল সাম্‌নে এক বড় আলো জ্বল্‌ছে। কি কারণে জানি না, হঠাৎ সেই আলোটা যেন নিবে গেল, কেউ কি নিবিয়ে দিলে না হঠাৎ দম্‌কা হাওয়া এসে নিবে গেল কিছুই বুঝ্‌তে পারলাম না। তবু আপন দৌহিত্র সবাইকে তাড়া দিয়া উঠলাম, বল্‌লাম "আলো নেবালি"। এই কথার পরেই দেখ্‌লাম যেন আপনি কোথা থেকে একটা অস্বাভাবিক আলো এনে আবার সব আলো ক'রে দিলে; সকলকেই দেখ্‌তে পেলাম্। আলোটা দেখ্‌তে পূর্ণিমার চাঁদের যেমন আলো হয় সেই মত, তবে তার চেয়েও অনেক তেজ অথচ যেন বড় ঠাণ্ডা। কোথা থেকে এই আলোটা এলো চারিদিকে চেয়ে তার ঠিক কর্‌তে পার্‌লাম না, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কাছ থেকেই সেই আলোটা বেরুচ্ছে। খানিক স্থির হ'য়ে দেখ্‌তে

লাগ্‌লাম, ছেলেরাও আগেকার মত, খেলা কর্‌তে লাগল। শেষ্‌ ভাব্‌না এল যে, এ আবার কি, এ আলো কোথা থেকে এল? দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেখি যে, আমরা যে কয় জন ব'সে আছি তাহাদের সকলের গা থেকেই যেন সেই আলোটা বেরুচ্ছে, আরও মনে হ'ল যে সেই গুলো সব একত্র হ'য়ে এত তেজ্‌ হ'য়ে পড়েছে। এমন সময়ে আমার একটি দৌহিত্র উঠে কি দৌড়ে আনিতে গেল, দেখি তার গায়ের আলো তার সঙ্গেই চলেছে, আর সেই আলোটাও এই আমাদিগের একত্রিত আলোর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তখন আবার ভাবনা এল যে, যখন আমাদের গা হ'তে এই আলো বেরুচ্ছে, তখন এ আলো কিসের, আর কোথা থেকে এলো? এটা একটা বিষম চিন্তার কারণ হ'য়ে পড়্‌ল। তখন কিন্তু আগেকার সব ভাবনা গুলি কিছু মাত্র মনে নাই; কারণ জাগা সময়ের ভাবনা ঘুমোবার সময় মনে থাকাটাও অসম্ভব। ক্রমে দেখি যে, চারিদিক যেন এক রকম কুয়াসায় ঘেরে আসছে, ক্রমে কুয়াসাটা ঘন হ'য়ে আমাদের সকলকেই ঢেকে ফেল্‌লে আমরাও আর অপনা আপনি কাকেও দেখ্‌তে পেলাম না। সকলেই আছে, কথা শুন্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু কাকেও আর দেখ্‌তে পাচ্ছিনা। ক্রমে

ক্রমে যেন কথা গুলিও দূরে সরে যেতে লাগ্‌ল ব'লে মনে হ'ল। ঠিক যেন সকলেই কেউ কাউকে দেখ্‌তে না পেয়ে সকলকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। তখন আমি আমার এক মেয়ের নাম ধরে ডাক্‌লাম, কিন্তু সাড়া পেলেম না। শুন্‌তে পায় নাই ভেবে একটু জোরে ডাক্‌লাম তবুও সাড়া নাই, খালি শূন্যেতে আমার ডাকের একটা প্রতিশব্দ হ'ল; তখন ভাব্‌-লাম একি, এই তারা রয়েছে, কথাও শুন্‌তে পাচ্ছি কিন্তু সাড়া দেয়না কেন? সবাই কি কালা হ'ল? ভাল আর কাউকে ডাকি, এই ভেবে খুব চেঁচিয়ে আমার পত্নীব নাম ধ'রে ডাক্‌লাম: তাতেও সাড়া নাই, খালি জোরে তার প্রতিধ্বনি হ'ল মাত্র। তখন মনে বড় কষ্ট হ'ল, আর রাগও হ'ল, মনে কর্‌লাম ঐ তারা রয়েছে কথা শুনা যাচ্ছে তবু সাড়া দেয় না কেন আমার সঙ্গে কি সবাই তামাসা কর্‌ছে? আচ্ছা কুয়াসা কাটুক তখন সকলকে মজা দেখাব, এই ঠিক করে চুপ করে বসে রইলাম; দেখি আমার কাছের আলো সেই পূর্ব্বের মতই আছে। ধীরে ধীরে কুয়াসা কাট্‌তে লাগ্‌ল ক্রমে বেশ ফর্‌সা হয়ে গেল, তখন দেখি যে, আমি যে খানে বসেছিলাম সে ঘর নাই, আমার সেই সব পরিবারেরা নাই, কেউ কোথাও

নাই, সাম্‌নে কেবল জল। যতদূর দেখা যায়, জল তক্‌ তক্‌ কর্‌ছে, ফিরে ঘুরে পেছনে ও পাশে সব দিকেই দেখি জল, কেবল জল ময় ছাড়া কিছুই নাই আমি সেই জলের মধ্যে একটি ছোট জায়গায় বসে আছি মাত্র। আর কোনদিকে আশ্রয় নাই, যে খানে ব'সে আছি সেখানেও আর কিছুই নাই কেবল মাটি, এমন কি একটী ঘাস পর্য্যন্তও নাই। তখন ভাব্‌তে লাগলাম একি, আমি এই আপনার বাড়ীতে ব'সে ছিলাম মেয়েরা নাতিরা সব কাছে ছিল, তারা এখন গেল কোথা? ঐ তাদের কথাও এক একটু শোনা যাচ্ছে, তবে তারা কই?

এই ভেবে বেশ ক'রে কাণ দিয়ে তাদের কথা গুলো বোঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌লাম। অনেকক্ষণ শুনেও কিছুই ঠিক হ'লনা, তখন আবার বেশ মন দিয়ে শুনলাম; ও হরি, একি! এতো তাদের কথা নয়, এ যে দূরে জলের শব্দ, তবে তারা গেল কোথা? বড় ভাবনা হ'ল, ক্রমে ভাব্‌নাটা যেয়ে শোক এসে পড়্‌ল, অম্নি কান্না এল, ব'সে ব'সে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম। কত যে কাঁদ্‌লাম তার ঠিক নাই, আর কতক্ষণ যে কাঁদ্‌লাম তাও বল্‌তে পারি না। ক্রমে একটু মনকে স্থির করে চেয়ে দেখি যে আমি যেখানে ব'সে আছি আগে সেটা

যতটা জায়গা ছিল এখন জল বেড়ে সেটাও একটু কমে গেছে। তাই দেখে শোক যেয়ে আবার ভাবনা এসে পড়ল, ভাবতে লাগলাম যে, তবে কি জল বাড়ছে? যদি এখন ঐ জল বেড়ে সব ডুবিয়ে নেয় তখন আমি কোথায় যাব? জলে ভাসতে হবে; কতক্ষণ ভেসে থাক্‌বো? শেষ ডুবে মরা বই আর উপায় নাই; কোথাও যে কিছুই আশ্রয় দেখতে পাচ্ছি না; এই মত কত রকম ভাবতে লাগলাম; তখন মেয়েদের কি নাতিদের জন্য ভাবনা একবারে মন থেকে গে'ল, তাদের আর মনেও রইল না, কেবল একটা মরণের ভয় এসে পড়ল, বুক কাঁপতে লাগল; আর অম্নি ভয়ে চারিদিকে আশ্রয় খুঁজতে লাগ্‌লাম, কিছুই দেখা যায় না, সব জলময়; জল ছাড়া আর কোন কিছুই চোকে পড়ে না, এমন সময় সাম্‌নে দূরে দেখা গেল যে, কি যেন কতকগুলো সার বেঁধে উচু হয়ে ভেসে আসছে; সেই গুলোকে লক্ষ্য করে' ব'সে রইলাম; হঠাৎ পেছন দিকে একটা শব্দ হ'ল, অম্নি সে দিকে ফিরে দেখি সাম্‌নে যেমন সার বেঁধে আসছে সেদিকেও ঠিক সেই মত অনেক আসছে। তারপর দুই পাশে চেয়ে দেখি যে, সেদিকেতেও সেই মত কি উচু হয়ে ভেসে আসছে, ঠিক যেন আমাকে মাঝখানে

রেখে ঐ গুলো গোল হ'য়ে চারিদিকে ঘেরে ভেসে আসছে। ক্রমে যেন সেই সব গুলো আমার দিকে আগিয়ে আস্‌ছে ব'লে মনে হ'ল। একবার ভাবলাম ঢেউ; ঢেউ ভেবেই ভয়ে চম্‌কে উঠলাম, আর প্রাণ কেঁপে উঠলো, অত বড় ঢেউ হ'লে আমাকে ডুবিয়ে নিয়ে চলে যাবে, আমার মাথার উপর জল উঠে পড়্‌বে তখন কি হবে; আবার ভাবলাম ওগুলো ছোট ছোট জেলে ডিঙ্গি এই জলে মাছ ধরে বেড়াচ্ছে; তখন একটু সাহস হ'লো ভাবলাম ঐ ডিঙ্গি সব কাছে এলে আমার এমন অবস্থা দেখ্‌তে পাবে আর আমাকে তুলে নিয়ে যাবে। তখনই আবার মনে হ'ল ডিঙ্গিই যদি হয় তবে এমন সার বেঁধে ঠিক গোল হ'য়ে আস্‌বে কেন? কিছুই ঠিক কর্‌তে পার্‌লাম না; তবে এক এক বার ঢেউ মনে হ'য়ে ভয় হ'তে লাগ্‌ল, আবার ডিঙ্গি মনে হ'লে সাহসও আস্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু যত কাছে আগিয়ে আসতে লাগ্‌ল ততই ঢেউ বলে মনে হতে লাগ্‌ল। আলো আগেকার মতই আছে, কাছেও যেমন আলো দূরেও তেমনি ঠিক সমান; আলো সব দিকেই ঠিক একমত রয়েছে, মনে মনে ভারি ভয়ও হয়েছে ভাল করে সে গুলোর দিকে চাইতে পার্‌ছি না। ক্রমে সেই গুলো সব কতকটা কাছে এলে দেখলাম

দূরেতে যেমন সব ঘেরে আস্‌ছিল কিছুই ফাঁক ছিল না ব'লে মনে হচ্ছিল কাছেও ঠিক তাই দেখাচ্ছে, এতেও ফাঁক নাই। দূরেও যেমন উচু ও এক সমান দেখাচ্ছিল, ক্রমে কাছে অসাতেও ঠিক সেই মতই দেখাচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, সে গুলো ঢেউ নয়, তবে কি, তাই ভাব্‌তে লাগ্‌লাম।

ক্রমে সে গুলো আরও কাছে এসে পড়ল, তখন দেখি সেগুলো ঢেউ নয় ডিঙ্গিও নয়, অনেকগুলো এক রকম জলের জানোয়ার, একত্র হয়ে ভেসে আসছে তার মধ্যে কতকগুলি হাঁ করে আস্‌ছে, আর কতকগুলি কেবল সহজ মুখ বন্ধ করে ভেসে আস্‌ছে। ক্রমে সব এসে আমার সেই জায়গাটা ঘেরে ফেল্‌লে, আর সকলেই বড় বড় চোকে আমার দিকে চেয়ে রইল, যারা হাঁ ক'রে ছিল তারা হাঁ করেই রইল। কিন্তু সব এক রকমের জানোয়ার নয়, সকল গুলাই আলাদা আলাদা রকমের, কেউ বা ছোট ও কেউ বা বড়, সবাই সার বেঁধে রয়েছে। যারা হাঁ করে রয়েছে তাদের চাউনি দেখে মনে হয় যেন আমাকে খেয়ে ফেলবার জন্য সব গুলোই প্রস্তুত। এদিকে দেখি জল আরও একটু বেড়েছে আর আমার জায়গাটা আরও একটু কমে গেছে; তখন মনে বড় ভয় হ'ল, মনে হ'ল যে

কেবল জলে যদি ভাসতাম, তাহালেও না হয় খানিক ভেসে ভেসে বেড়াতাম, কিন্তু আর ভাস্‌বার উপায় নাই, জলে পড়্‌লেই এরা ধরে খেয়ে ফেল্‌বে। এখন কি করি, দেখে প্রাণ উড়ে গেল, আর কাঁদবার সাহস নাই পাছে সাড়া পেলে ওরা এসে ধরে, এই ভয়ই বেশী হ'ল, কিন্তু থাম্‌তেও কই পার্‌ছি না, কি যে করি কিছুই ঠিক কর্‌তে পারি নাই বুকের ভিতর কেমন কবিতে লাগিল, কিছুই বুঝ্‌তে পারলাম না, প্রাণের ভিতর হাঁফিয়ে উঠিতে লাগ্‌ল, শেষে কাঁপনী ধরলো, তখন মনে হ'তে লাগ্‌ল বুঝি এখনই জলে পড়ে যাব; চেপে কিছু ধর্‌তে ইচ্ছা করে মাটি আচ্‌ড়াতে লাগ্‌লাম, কিন্তু কিছুই নাই কি ধরি, মাটি কি কখন ধরা যায়? সব দিকে হতাশ হয়ে মনে মনে কপালের দোষ দিতে লাগ্‌লাম; কিন্তু তাতে কি হবে, বাঁচবার উপায় হবে কি? আবার এ দিকে ভয়ে আমাকে এক রকম অজ্ঞানের মত কৃরে ফেল্লে। সেই জানোয়ার গুলো ঠিক এক ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, নড়া চড়া নাই খালি আমাকে লক্ষ্য করে চেয়ে আছে, কি করি তখন আমার গর্ভধারিণী সেই মাকে মনে হ'ল, ভাব্‌লাম সেই বেটীই আমাকে জগত দেখিয়েছে, ভয় হ'লে তাঁরই বাঁচাবার কথা; এই ভেবে তাঁকে ডাক্‌তে

ইচ্ছা হ'ল, কিন্তু তখনই মনে হ'ল যে, মায়ে তার শিশু ছেলেকেই দেখে, আর ভয়ে সাহস দেয়, আমাকে দেবে কেন; যতদিন না ছেলেরা আপনাকে আপনি বাঁচাতে পারে ততদিনই মায়ে দেখে আর যে কাজ ভাল আর যে কাজ মন্দ তাই তাকে বলে দেয়, আমি এখন বড় হয়েছি আমাকে আর দেখ্‌বে কেন; আমার আপনার বাঁচবার উপায় আপনিই কর্‌তে হবে, এখন এ বিপদে আমিই বা কই আমার উপায় কর্‌তে পার্‌ছি। আবার চেয়ে দেখি জল আরও কিছু বেড়েছে ক্রমে জায়গাটা আরও কমে আস্‌ছে, তখন দেখ্‌লাম আর জলে পড়্‌তে বেশী দেরি নাই, এমন করে শীঘ্র শীঘ্র জল বাড়্‌লে শীঘ্রই জলে পড়্‌তে হবে। এদিকে জানোয়ার গুলোও জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু আগিয়েছে, তখন ভাবনায় অস্থির করে ফেল্লে, একবার ভাবলাম "মরেছি না মর্‌তে আছি" এই জানোয়ার গুলোকে ডিঙ্গিয়ে জলে লাফিয়ে পড়ে সাঁতারে পালাই, তখনই আবার মনে হলো ওরা জলের জীব জলে ওদের জোর বেশী আমি সাঁতারে পালাতে পার্‌ব কেন, এখনই ফিরে আমাকে ধরে ফেল্‌বে তবে এখন উপায়? আর কিছু ঠিক কর্‌তে না পেরে মাথা ঘুরে উঠ্‌ল, অম্নি দেখি হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল, আমার গায়ের সে আলো নাই

দূরেও তেমন আলো নাই চারিদিকেই অন্ধকার হ'য়ে পড়্‌ল। এই বার আরও ভয় হ'ল আগে বরঞ্চ দেখতে পাচ্ছিলাম যে কত জল বাড়্‌ছে, এখন আর তাও দেখ্‌বার উপায় নাই, কি করি তাই ভাবছি, এমন সময় দেখা গেল অনেক দূরে একটা যেন ছোট রকম আলো জলে ভাস্‌ছে; মন থেকে ভয় তাড়াবার জন্য সেই আলোটার দিকে এক মনে চাইতে চেষ্টা কর্‌লাম কিন্তু মন যাবে কেন, প্রাণ যাবার ভয়, তাতে এত জানোয়ার সব ঘেরে রয়েছে, জলে পড়্‌লেই এখনই ছিঁড়ে খেয়ে ফেল্‌বে, সে ভয় থাক্‌তে কি মন স্থির হয়? তবু সে আলোটার দিকে চেয়ে রইলাম, খালি চেয়ে রইলাম মাত্র, মন ঠিক রাখ্‌তে পারিলাম না।

ক্রমে সেই আলোটার দিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনে এক নূতন ভাব এসে পড়্‌ল, আর অম্নি ভয় সব ভুলে গিয়ে মন তাতেই স্থির হ'য়ে গেল। তখন দেখি যে আলোটা কাছেই এসে পড়েছে প্রায় ১৫।১৬ হাত দূরে আছে, আর সেটি একটি নৌকার মুখের কাছে যেন জ্বল্‌ছে; নৌকাতে কেউ নাই কেবল একটি কুমারী ব'সে আছেন। বেশ ক'রে দেখে বুঝ্‌লাম যে, সেটা কোন আলো নয় ঐ কুমারীর গায়ের আলোতে এই আলো করেছে মাত্র। নৌকা দেখে

আমার মনে অনেকটা সাহস হ'ল, যোড় হাতে বল্‌লাম "মা, তুমি কে? আমি বড় বিপদে পড়েছি, আমাকে বাঁচাও, এই দেখ আমি যে জায়গায় আছি সেই জায়গাটী ক্রমে ক্রমে জলে ডুবিয়ে নিচ্ছে। আবার এই চারিদিকে সব জলজন্তু ঘেরে রয়েছে, জলে পড়্‌লেই আমাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেল্‌বে, আর কোন উপায় নাই, আমাকে রক্ষা কর, তোমার ঐ নৌকায় আমাকে তুলে নাও"। এই কথা শুনে কুমারী বল্‌লেন "আমি সবই জানি, কিন্তু আমার আর আগিয়ে যাবার উপায় নাই, এই যে জলজন্তুগুলি আছে তাদের পেছনেই আমাকে থাক্‌তে হবে, ওদের ছাড়িয়ে যাবার আমার ক্ষমতা এখন নাই, আর আমি সেটা পার্‌বোও না; আর এক কথা, তুমি আমার আজও অপরিচিত, আমার আশ্রয়ের ভিতর নও, তখন তোমাকে কি ক'রে বাঁচাব"। এই কথা শুনে আমি কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম, আর বল্‌লাম "মা, তুমি বই আমার যে আর উপায় নাই, চারিদিকে আর কিছুই আশ্রয় নাই, আর আশ্রয় থাক্‌লেই বা যাব কেমন ক'রে, জল দিয়ে যেতে হবে, জলে পড়্‌লেই ঐ সব জন্তুরা আমাকে ধর্‌বে, তখন কি উপায় হবে? তুমি নৌকা একটু আরও আগিয়ে নিয়ে এস, তা হলেই এই জানো-

য়ারগুলা সব পালাবে, আর যদি নাও পালায় আমি যেমন ক'রে পারি তোমার নৌকায় লাফিয়ে গিয়ে পড়ব; মা রক্ষা কর, তুমি মা, আমি তোমার ছেলে, আমাকে রক্ষা কর"। এই কথা শুনে তিনি বল্‌লেন বাছা! তোমাকে রক্ষা কর্‌বার আমি কোন উপায় দেখ্‌ছিনা, এই সাগরে আমার সাধ্য নাই যে, তোমাকে বা কাকেও আমি রক্ষা করি, এই সাগরে যাঁর পূর্ণ-অধিকার, তিনি ছাড়া আর রক্ষা কর্‌তে কেউ পারেন না, তবে যারা এক মনে আমার আশ্রিত হয় তাদের আমি এই নৌকা ক'রে তাঁর কাছেই নিয়ে যাই মাত্র, কিন্তু যাদের এই সকল জন্তুতে একবারে বেবে ফেলে কোন দিকে ফাঁক না থাকে, তাদের এই নৌকায় তুলে লওয়া আমার পক্ষে বড়ই কঠিন। এই কথা ব'লে তিনি চুপ কর্‌লে, আমি বল্‌লাম "মা! এটা কোন্ সাগর, আর এই জন্তুগুলা কি জানোয়ার? আমি এমন জন্তু কখনও দেখি নাই, আর কেমন ক'রে আমি এই জলের মধ্যে এসে পড়্‌লাম, আগে আমি আমার ঘরে আপন পরিবারদের কাছে আমোদ আহ্লাদ কর্‌ছিলাম, হঠাৎ কুয়াসা আসাতেই কে আমাকে এখানে আন্‌লে মা? এই সব আমাকে বল, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা"। তখন হেঁসে সেই কুমারী বল্‌লেন বাছা! তুমি এর বুঝবে কি, কত

কত জ্ঞানী, কত কত যোগী, ঋষি, কত কত মহাজন এর কিছুই বুঝ্‌তে পারেন নাই, তুমি কোন্‌ ছার। সেই যে তোমার পরিবারবর্গ তোমার কাছে ব'সে ছিল, যাদের নিয়ে তুমি আমোদ কর্‌ছিলে, তারা তোমার পরিবার নয়, তারা মূর্ত্তিমতী মায়া; যে ঘরে তুমি ব'সে ছিলে সে ঘর নয় সেটা তোমার সংসার বা কর্ম্মক্ষেত্র; সেই যে কুয়াসা এসে সকলকে ঢেকে ফেলেছিল, সেটা কুয়াসা নয়, কু-আশা; তোমাদের গা থেকে যে আলো বেরিয়েছিল সেটা অনন্ত জ্যোতি; এই সাগর যে দেখ্‌চ এটা অনন্ত সাগর; ঐ যে জায়গায় তুমি ব'সে আছ, সেটি তোমার স্থূল দেহ; এই যে জন্তু-গুলো দেখ্‌ছ এ সব তোমার কর্ম্ম, যারা হাঁ ক'রে নাই তারা সৎকর্ম্ম, যারা হাঁ করে আছে তারা অসৎকর্ম্ম, আর তোমায় কে আন্‌লে জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলে, সেটার উত্তর এই যে, তোমাকে কেউ আনে নাই তুমি চিরদিনই এখানে আছ; তুমি আছ তোমার মত জগতের সকলেই আছে; ঐ চারিদিকেই রয়েছে শুনে আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "মা? কই আর কাকেও যে দেখ্‌তে পাই নাই, যত দূর দেখা যায় তাতে কেবল জলই দেখ্‌তে পাচ্ছি আর কিছুই যে নাই"।

কুমারী—"তুমি এই সহজ চক্ষে কিছুই দেখ্‌তে

পাবে না, এতো চোক নয়, তোমার এখনও চোক ফোটে নাই, যে চোকেতে সেই সব দেখ্‌তে হয়, সেটা জ্ঞানের চোক; সেটা যখন ফুটবে, তখন সব দেখ্‌তে পাবে, আর এই সব যে কি তাও বুঝ্‌তে পারবে।

আমি—"মা! সে জ্ঞানের চোক্ কবে, আর কেমন ক'রে ফুটবে?"

কুমারী—"তোমার কর্ম্মই তোমার জ্ঞানের চোক্ ফোটাবে। যে দিন তোমার সেই কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্ম ঠিক নিজের রূপ ধরবে, অর্থাৎ যখন পূর্ণ যৌবন পাবে, তখন সেইদিন থেকে ক্রমে ক্রমে সেই চোক্ ফুট্‌তে থাকবে। এদিকে যেমন চোক্ ফুট্‌তে আরম্ভ হবে, অম্নি সেই কর্ম্মও আস্তে আস্তে বাড়্‌তে থাকবে, ক্রমে আবার তোমার কত নূতন রকমের কর্ম্মের জন্ম হবে; তার জন্মের পর ফের তার পূর্ণ যৌবনের সময়ে আর একটি জ্ঞানের চোক্ ফুট্‌তে আরম্ভ হবে, তখন আবার কত নূতন নূতন দেখ্‌তে পাবে, এম্নি ক'রে যখন তোমার অনন্ত চোক্ ফুট্‌বে, তখন অনন্ত যে কি সেটা তুমি বুঝ্‌তে পারবে,. এখন কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্ম যাতে তোমার পূর্ণ হয়, তার জন্য চেষ্টা কর; এই সব তোমার কর্ম্মগুলোকে দেখে ভয় খেলে চল্‌বে না।"

আমি—"মা! আমি তোমার কথা সবই শুন্‌লাম,

কিন্তু কিছুই বুঝ্‌লাম না; কেন না যদি সেই বাড়ীটা সংসার বা কর্ম্মক্ষেত্র হ'ল, আর পরিবারেরা মূর্ত্তিমতী মায়া হ'ল, তা হ'লে আমার সেইখানেই থাক্‌বার কথা, তবে সেটা ছেড়ে আমি এখানে কেমন ক'রে চিরদিনই আছি? আর এই স্থানটি, যেখানে আমি ব'সে আছি, সেইটি যদি আমার স্থূল দেহ হ'ল, তবে এই জল ক্রমে বেড়ে একে ডুবিয়ে নিচ্ছে কেন? এই জন্তুগুলো যদি আমার কর্ম্ম হ'ল তা হলে এত দিন এরা কোথা ছিল, এখনই বা কেন এসে আমাকে ঘেরে ফেল্‌লে? আমাদের গায়ের আলো যদি অনন্ত আলো হয়, তা হ'লে সকল সময়েই জ্বলে না কেন? আর কুয়াসাটা কু-আশা বল্‌লেন, কু-আশার অর্থ বুঝ্‌লাম না মা, এইগুলি দয়া'করে আমার বুঝিয়ে দাও।"

কুমারী স্থির হ'য়ে আমার সমস্ত কথা শুনে বল্‌লেন "ভাল, আমি এক একটি ক'রে তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি, বেশ ক'রে শোন; আমি বলেছি সেই বাড়ীটা তোমার সংসার বা কর্ম্মক্ষেত্র, আর পরিবারেরা মূর্ত্তিমতী মায়া, সেটা তোমার মনেই আছে, ভাল এখন বুঝে দেখ দেখি তুমি জগতে এসে যে সব কাজ ক'রে থাক, সেই সবগুলি ঐ পরিবারদের সুখে রাখ্‌বার জন্য কিনা? আপনার নিজের দেহকে

কষ্ট দিয়ে, কত পরিশ্রম ক’রে যা কিছু কর্ম্ম কর- তার ফলভাগী কে হয়, তোমার সেই পরিবারেরা কিনা? কেন তাদের জন্য অত কর, কারণ তোমার বিশ্বাস আছে যে তোমার দেহের রক্ত মাংস তোমার পত্নীর দেহের রক্ত মাংসের সঙ্গে মিলে ঐ তোমার মেয়েদের উৎপত্তি, তোমার মেয়ে- দের তেম্নি রক্ত মাংস হ’তে আবার তাদের ছেলে মেয়েদের জন্ম, তবেই তোমার রক্ত মাংস তোমার মেয়ের ছেলেদের গায়েও আছে, এই সব মনে ভেবে আপনার নিজের রক্ত মনে কর, আর নিজের প্রাণের মত ভালবাসা আসে, ঐ সময় যা কিছু কর্ম্ম কর সবই তাদের উপকারের জন্য কর, তাহলেই মূল কর্ম্মক্ষেত্র সেই বাড়ীটে হ’ল কিনা ভেবে দেখ দেখি? আর তোমার পত্নীকেও প্রাণের অধিক ভালবাস, কেন না তার আর তোমার রক্তমাংস একত্র হ’য়ে ঐ সব মেয়ে নাতি হয়েছে, এখন বেশ ক’রে বুঝে দেখ, সেই যে ভালবাসা- টাকে মায়া বলা যায় কিনা, মায়া বল্‌তে গেলে ভাল- বাসা, আবার ভালবাসা বল্‌তে গেলে মায়া কিনা? তারা কেউ না থাক্‌লে তোমার আর প্রাণপণ ক’রে খাটবার দরকার কি, এত ভাবনা চিন্তার দরকার কি? আপনার দিন চ’লে গেলেই হ’ত, এক জনের

জন্য অত ক'রে খাট্‌তে বা ভাব্‌তে কি হয়? কখনই না, যেখানে গেলে বা যেখানে রইলে সেই খানেই দিন কেটে যেতে পারে। তবেই দেখ সেই বাড়ী-টাই তোমার কর্ম্মক্ষেত্র, আর সেই তোমার পত্নী, মেয়েরা, ও নাতিরা, তারাই সব তোমার ভালবাসার ধন বা মূর্ত্তিমতী মায়া কিনা? তাদের ছাড়্‌লে আর তোমায় ভাব্‌তেও হবে না, খাট্‌তেও হবে না, কখনও দুঃখ, কি কষ্ট ভোগ করতে ও হবে না। কিন্তু ভাল ক'রে স্থির হয়ে ভাব দেখি, তারা তোমার কে? কেউ নয়। তুমি তাদের ভাল করবার জন্য যদি কোন কুকাজ কর, তার দায়ী কি তারা হবে? না তোমার হয়ে তারা শাজা নেবে? তোমার কুকাজের ফল বা শাজা তোমাকেই নিতে হবে, তারা কেবল তোমার জন্য হয়ত একবার কাঁদবে, কিন্তু সে কান্নাটাও কেন, কতক ভালবাসার জন্য, কেন না অনেক তাদের জন্য খাটছিলে, অনেক কষ্ট ক'রে তাদের সুখে রাখ্‌ছিলে, অর্থাৎ একটা ভাল চাকরকে যতটা তার প্রভু ভাল বাসে ততটাই কেবল ভালবাসার জন্য, কিন্তু বেশীর ভাগ তাদের অমন একটা আশ্রয় বা সহায় বা ভৃত্য নষ্ট হ'ল ব'লেই কেবল কাঁদবে, পরে আবার তোমার জায়গায় আর একজনা ভর্ত্তি হয়ে তোমার মত কাজ আরম্ভ

করবে, আর তখনই তারা তোমাকে ভুলে যাবে। এখন বুঝলে কেন প্রথমে সেই বাড়ীটাকে তোমার কর্ম্মক্ষেত্র আর পরিবারদের মূর্ত্তিমতী মায়া বলেছিলাম?”

আমি—“হেঁ কতক বুঝেছি তবে সব কথা মন দিয়ে শুনতে পাই নাই, কেন না এদিকে জল যে ক্রমে বাড়ছে, কখন আমাকে ডুবিয়ে ফেলবে তার ঠিক কি, তাই বারে বারে ঐ টাকে দেখতে হচ্ছে।”

কুমারী—“তা বটে, কর্ম্মই লোককে ডোবায় আর শীঘ্রই সব শেষ ক'রে দেয়, তবে কর্ম্ম দুরকম, একটি সৎ আর একটি অসৎ। যখন অসৎ কর্ম্ম বলবান হয়, তখন এই জল শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে, আর শীঘ্র শীঘ্র সব নাশ ক'রে ফেলে, এমন কি যে জায়গায় তুমি আছ সেটাও শীঘ্র ডুবে যায় তখন সেই অসৎ কর্ম্মরাই তাদে[illegible] মত ফলও দিতে থাকে, আর তাতে সকল দিক নষ্ট করে। কিন্তু সৎ কর্ম্মের কাজ ঠিক উল্টো, তারা সব রক্ষা করে; অবশ্য কখন না কখন এ জায়গাটা ডুবেই, কিন্তু অনেক সুখ ভোগের পর, আর তার ফলও অনেক দিন ভোগ হয়; তবে একটি কথা তার মধ্যে আছে, ঐ সৎ কাজ যদি শীঘ্রই পূর্ণ হয়ে যায়, তাহা হইলে অসৎ কাজ আর বলবান হতে পায় না। তখন সেই সতের ফল অনন্ত বললেও বেশী

বলা হয় না ; কেন না অসৎ কাজ আর সেখানে স্থান পায় না, বা বাড়্‌তেও পায় না আপনি নষ্ট হয়ে যায়। এখন তোমার উচিৎ যে সতের আশ্রয় নেওয়া, আর যাতে সৎ বলবান হয় তারই চেষ্টা করা, তা হলেই অসৎ ক্রমে নষ্ট হবে, তখন এত শীঘ্র তোমার এ জায়গাটা আর ডুব্‌বে না, কালে যখন ডুব্‌বে তখন সতেরাই তোমাকে তাদের আপন আশ্রয়ে রেখে বাঁচিয়ে নিয়ে বেড়াবে। ঐ দেখনা তোমার অসৎ কর্ম্মরা হাঁ ক'রে যেন তোমায় খাবার জন্য তোমার দিকে চেয়ে আছে, আর তোমার সৎ কাজেরা মুখ বুজে কেমন ক'রে তোমাকে বাঁচিয়ে নেবে, তাই যেন ভাব্‌ছে, আর তোমার দিকে চেয়ে আছে"। তখন আমি সেই জন্তুগুলোকে আবার চেয়ে দেখ্‌লাম, আর ঐ কুমারীর ঐ সব কথাগুলি বেশ ক'রে বুঝ্‌লাম, দেখি যে যারা হাঁ করে আছে তাদের চাউনি বড় ভয়ানক, দেখ্‌লে যেন ভয় হয়, আর তাদের দাঁতও বড় বড়, তাতে যেন রক্ত মাখা আছে, তাও এত বেশী যে গুণে উঠা যায় না তারাই কেবল নিয়ত জল নাড়া দিচ্ছে ; কিন্তু যারা মুখ বুজে আমার দিকে চেয়ে আছে তারা স্থির হয়ে ভেসে আছে, তাদের চাউনি যেন দেখ্‌তে ইচ্ছা করে, আর দেখ্‌লেই স্নেহমাখা আছে ব'লে মনে হয়।

সকলেই সার বেঁধে আছে, কিন্তু যেন তারাই একটু আগিয়ে আছে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম "মা ! এরা সব এক সমান নয় কেন, কোনটা ছোট, কোনটা বড় কেন ?" কুমারী তার উত্তর দিলেন তোমার কর্ম্মের মত এই গুলো হয়েছে, যে গুলি তোমার ছোট কাজ সেই গুলি ছোট হয়েছে, আর যে গুলি তোমার বড় কাজ সেই গুলিই বড় হয়েছে।

আমি—"মা ! সৎকাজ কোন্ গুলিকে বলে, আর অসৎ কাজ কোন গুলি ?"

কুমারী—"পরোপকার, দয়া, ক্ষমা, ক্ষুধিতকে খেতে দেওয়া, এই যে সব মনের শোভনা বৃত্তি আছে, সেই গুলি সৎকাজ; আর পরনিন্দা, ঠকান, পরের অনিষ্ট করা, হিংসা, এই যে সব মনের মলিনা বৃত্তি আছে সেইগুলি অসৎ কাজ।"

আমি—"শোভনা আর মলিনা মনের বৃত্তি, তার অর্থ কি ?

কুমারী—"যে কাজে লোককে উজ্জ্বল করে, লোকের শোভা বৃদ্ধি করে, বা যশ বৃদ্ধি করে, তাকেই শোভনা বৃত্তি বলে; আর যে কাজে লোককে মলিন করে, নিস্তেজ করে বা লোকের দুর্ণাম রটে অর্থাৎ যে কাজে লোকের অযশ হয় তাকেই মলিনা বৃত্তি বলে। এখন বুঝলে শোভনা আর মলিনা বৃত্তি কি"?

আমি—"হঁা মা, বুঝেছি। এখন আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, কাজ আবার বলবান হয় কিসে? আমরা যদি না করি তা হ'লে তো আর কাজ করা হয় না; আমাদের ইচ্ছা হলেই করি, ইচ্ছা না হলেই করি না। যখন সে গুলো আমাদের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর, তখন সে বাড়্‌বে কম্‌বে কেমন ক'রে"?

কুমারী—"কাজ তুমি কর না, মন আপন বৃত্তির দ্বারা করায়; তুমি কে? আর তোমার ইচ্ছাই বা কে? এইটে বুঝে দেখ্‌লে এখন এই কাজ যে কেমন ক'রে বলবান হয় সেটা বুঝ্‌তে পারবে, আর তুমি সেই প্রথমে জিজ্ঞাসা ক'রে ছিলে যে, এই জল বেড়ে কেন এই জায়গাটা ডোবায়, আর কেনই বা তুমি চিরদিন এখানে আছ, তাও বেশ বুঝ্‌তে পারবে; আমি সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে দেখ, তুমি কে? এই যে স্থূল দেহ, এটা তুমি নও এটা কেবল তোমার আধার মাত্র, তুমি এর মধ্যে আছ, এই স্থূল দেহ নষ্ট হ'য়ে গেলে তুমি কৈ নষ্ট হলে? তুমি তুমিই থাক্‌বে, খালি আধারটাই নষ্ট হবে। এই আধার নষ্ট হ'লে তুমি এই অনন্তেতেই ভেসে বেড়াবে; আবার একটা তোমার কর্ম্মের মনুমত আধার হ'লেই তুমি গিয়ে তার মধ্যে ঢুক্‌বে, তখন আবার তোমার কর্ম্ম

আরম্ভ হবে; সেই কর্ম্মের পর যখন আবার ক্রমে সেই আধার নষ্ট হবে, তখন আবার অনন্তে ভেসে আবার নূতন আধারে ঢুকবে, এই মত অনন্ত আর আধার এই দুয়ের মধ্যে থাক্‌তে থাক্‌তে যখন তোমার সৎকর্ম্মটি পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে, তখন চির-দিনের জন্য অনন্তে মিশে থাক্‌তে পারে, আর আধারে ঢুক্‌তে হবে না। এখন তুমি কে সেটা বলা হয় নাই, যদি স্থূল দেহটা তুমি না হও, তবে তুমি কোথা, আর কে সেইটা দেখ। পদ্মে মধু আছে কিন্তু প্রথমে চোকে দেখা যায় কি? তা যায় না। ফুলের ভিতর বীজ, বীজের ভিতরে বড় একটা গাছ আছে তা কি দেখ্‌তে পাও? ক্ষীরেতে যে মিষ্টি আছে তাও কি দেখা যায়? দেখা কখনই যায় না। তবে গাছ হ'লে গাছটা দেখ্‌তে পাবে, মাছিতে মধু একত্র কর্‌লে মধু দেখ্‌তে পাবে, ফুল হ'তে বীজ-কোষ হ'লে তবে তাতে বীজ দেখা যাবে, নইলে অনুমান বা অনুভব ক'রে নিতে হয়; অর্থাৎ পদ্মে যখন মৌমাছি বস্‌ছে তখন মধু আছে, ফুল থেকে ফল, ফলের ভিতর বীজ, বীজ থেকে আবার গাছ, এইমত দেখা যায়, তাই মনে ঠিক ক'রে নিতে হয় যে, ফুল হলেই বীজ হবে, বীজ হলেই আবার গাছ হবে; তেম্‌নি ক্ষীর মুখে দিয়ে সেটা যে মিষ্টি তা বোঝা

যায়; তেম্‌নি এখন তোমাকেও অনুভব ক'রে তুমি যে কে, তা বুঝ্‌তে হবে। তুমি সেই বিন্দু জ্যোতি বা তেজ বা শক্তি বা জীবন বা আত্মা যাই বল, সেইটেই তুমি। সেই যে কুয়াঁসার আগে তোমাদের গা থেকে যে আলো বেরিয়েছিল, সেইটীই তোমার আলো। প্রথমে সেটাও তোমায় বলেছি যে, তোমার গায়ের আলো আর কিছুই নয়, অনন্ত জ্যোতি। এখন বুঝে দেখ তুমি সেই অনন্ত জ্যোতির অংশ, বা অংশ হয়েও পূর্ণ, তোমাতে যে তেজ আছে, তা জগতে আছে, আবার জগতে যে তেজ আছে, তাও তোমাতে আছে। কিন্তু তোমার মধ্যে তুমি যে কে সেটা বোঝ্‌বার তোমার সাধ্য নাই। তুমি যে দিন তোমাকে বুঝ্‌বে, সেই দিন জগৎ যে কি, তাও বুঝ্‌বে। আর অনন্ত জ্যোতি বা অনন্ত যে কি, তাও বুঝবে। আপনাকে আপনি বোঝ্‌বার জন্যই কতশত ঋষিরা যোগ ক'রে কত হাজার হাজার বৎসর কাটিয়ে দিয়েছেন, তবু কিছু বুঝ্‌তে পেরেছেন কি না বল্‌তে পারি না; সে কথা যাগ্, এখন তুমি কে তা বুঝ্‌লে কি ?"

আমি—"না মা, কিছুই বুঝিতে পারি নাই।"

কুমারী—"আচ্ছা, আমি আর একরকম ক'রে বলি, দেখ তাতে তুমি বুঝ্‌তে পার কি না। আমি

যা জিজ্ঞাসা করূব, তার যা বুঝবে সব কথার ঠিক উত্তর দিয়ে যেও, তা হলে আপনিই সমস্ত পরিস্কার হয়ে যাবে। এখন বল দেখি তুমি এই জগতে যে সব কাজ কর সে সব কাজে তোমায় প্রবৃত্তি দেয় কে ?”

আমি—“মন যেটা করতে বলে সেইটা করি”

কুমারী—“না, মন তোমায় করতে বলে না, মনের বৃত্তিরাই তোমায় প্রবৃত্তি দেয়। দেখনা, একজন চোর তার কি দান করতে ইচ্ছা হয় ? কখনই না। তার চুরির দিকেই ইচ্ছা হয়, কেননা তার মনের বৃত্তিই হ’ল চুরি, অর্থাৎ মলিনা বৃত্তি তার বলবতী। তেম্নি একজন সাধুর চুরি করতে ইচ্ছা হয় না, কেননা তাঁর শোভনা বৃত্তিই প্রবলা। তবেই দেখ তোমাকে কাজের প্রবৃত্তি সেই মনের বৃত্তিরাই দিয়ে থাকে। যাগ্, এখন প্রবৃত্তি হইলেই কি কেউ কাজ করতে পারে ?”

আমি—“ক্ষমতা না হ’লে কেমন করে করবে ?”

কুমারী—“বেশ ভাল কথা ; কাজে প্রবৃত্তি হ’লেও ক্ষমতা চাই, এইটী দেখা গেল। ক্ষমতার আর একটী নাম হল শক্তি কেমন ?

আমি—“হাঁ মা, ক্ষমতা আর শক্তি একই।”

কুমারী—“ভাল, এখন বল দেখি সেই ক্ষমতা বা শক্তি দেয় কে ?”

আমি—“আমার দেহ।”

কুমারী—“দেহ দেয় না; দেয় প্রাণ; ভেবে দেখ দেহ তোমার বেশ মোটা সোটা আছে, কিন্তু প্রাণ যদি কোন কাজ না করে, তখন তুমি মরা; তোমার দেহ রইল, কিন্তু প্রাণ তাতে নাই, তখন সাদা কথায় তোমাতে তুমি নাই, কেমন? আর কোন কাজ কর্‌তেও পার্‌বে না বা কর্‌বে না। যত্ত ক্ষণ না আবার প্রাণ এসে সেই দেহের মধ্যে ঢোকে, ততক্ষণ তুমি কাজ কর্‌বে কি করে? তাই বল্‌লাম তোমার সকল কাজের, ক্ষমতা বা শক্তি দেয় প্রাণ এখন বুঝ্‌লে?”

আমি—“হাঁ মা, বুঝেছি।”

কুমারী—“তবেই দেখ প্রাণটী না থাক্‌লে, তোমার কোন কাজ কর্‌বার শক্তি হ'লনা। আবার প্রাণ থাক্‌লেই সকল কাজ কর্‌তে পার্‌লে, আর তোমাতে তুমি রইলে বা তোমার তুমিত্ব এল, তখন প্রাণই তুমি। এখন ভেবে দেখ প্রাণটী, কি জিনিস। প্রাণের কি কোন রূপ আছে, না গন্ধ আছে, না কি আছে? কিছুই নাই। লোকে বলে অমুকের প্রাণ বেরিয়ে গেল, কিন্তু সে কি বেরিয়ে যাওটা দেখতে পেলে? না প্রাণ একটা রূপ ধ'রে, না গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে গেল, যে তাই দেখে লোকে বুঝলে, যে অমুকের

প্রাণ বেরিয়ে গেছে; তারা কিছুই দেখে নাই, তারা দেখ্‌লে কি যে,অমুকের নিশ্বাস বন্ধ হ'ল,নড়া চড়াবন্ধ হ'ল, ক্রমে তার সব দেহ ঠাণ্ডা হয়ে গেল, এমন কি পাথরের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল,অম্নি বল্লে অমুক আর নাই। প্রাণ দেহে থাক্‌লেই দেহের নড়া চড়া থাক্‌বে, শ্বাস থাক্‌বে,দেহ গরম থাক্‌বে। প্রাণ না থাক্‌লেই তার বিপরীত ভাব হবে,তখন প্রাণটীই তুমি। আগুনের স্বভাব গরম, সূর্য্যের স্বভাব গরম, আগুন বা সূর্য্যের আর একটী নাম তেজ। তাই আমি বলেছি যে তেজই তুমি,আবার তেজের যেমন গরম একটী স্বভাব, তেম্নি আলো করা তার আর একটী স্বভাব, তাই তার আলোকে জ্যোতি বলে। আগুন এক জায়গায় থাক্‌লেও তার জ্যোতি অনেক দূর পর্য্যন্ত যেতে পারে, সূর্য্য আকাশে আছেন, তাঁর জ্যোতিতে পৃথিবীটে আলো করেছে, কিন্তু যেখানে আলো করুক্‌না কেন, সমান আলোই করে থাকে। আর তাতে বাধা না দিলে, গরমও সমান, অর্থাৎ সব জায়গাতে এক থাকে,কোথাও কিছুরই অভাব থাকে না। সমান গরম, সমান আলো,তখন তাকে পূর্ণই বলা যায়। তা হলেই দেখ সেই তেজ বা জ্যোতিই তুমি, একটা আধারের ভিতরে আছ মাত্র। আর যেমন সূর্য্য উপরে থেকেও তাঁর তেজ বা জ্যোতি সকল

জায়গাতেই পূর্ণ, তেম্‌নি যাঁর এই জগৎ তিনিও এই অনন্তের মধ্যে থেকে জ্যোতি দিয়ে, বিন্দু রূপ ধ'রে তোমাকে পূর্ণ রূপে তুমি ক'রে রেখেছেন, বা এই মত কত রকম আধারে ঢুকে কত রকমের নাম ধর্‌ছেন, আর সেই নামেই সকলের কাছে পরিচিত হচ্ছেন। তাই বলেছিলাম, যে তুমিই সেই বিন্দু জ্যোতি, এখন বুঝ্‌লে কি তুমি কে? আর কেন তুমি এই অনন্তের মধ্যে এই জায়গায় বা আধারে চিরদিনই আছ? আমার কথাতেই তুমি বুঝলে যে, এই অনন্তের মধ্যে তোমার এই আধার বা জায়গাও অনন্ত; আর তুমি ও সেই অনন্ত বিন্দু জ্যোতি রূপে চিরদিনই আছ। এখন কেন জল বেড়ে ঐ আধার বা জায়গাটা ডোবায় তাই বুঝে দেখ। আমি প্রথমে বলেছি যে, সকলকেই তার মলিনা বৃত্তি বা কর্ম্ম শীঘ্র তার আধার নষ্ট করে, আর শোভনা বৃত্তি বা কর্ম্ম তার সেই আধারটী রক্ষা করে। কিন্তু কালে সেই আধার নষ্ট হবেই বা অনন্তেতে ডুব্‌বেই, কেননা এই এক অনন্ত ছাড়া সকলই নষ্ট হবে। থাকৃবে কেবল সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দ। যিনি সৎরূপে সদাই আছেন অর্থাৎ যিনি এই সকলের অধিকারী, সাদা কথায় এই বোঝায় যে যাঁর এই সমস্ত, তিনি নষ্ট হবার নন, তাঁকে ছেড়ে

সকলই নষ্ট হবে। এখন জল বাড়ে কেন তাই দেখ; কর্ম্মরাই শীঘ্র জল বাড়ায়, ওরা কাছে এসে সর্ব্বদা অনন্ত জলকে ঢেউ দিয়ে বাড়িয়ে ফেলে, আর তাই ক্রমে ঐ আধার বা জায়গা ডুব্‌তে থাকে অর্থাৎ ক্রমে কর্ম্ম ক'রে দেহ জীর্ণ হ'য়ে পড়্‌লেই দেহ আর তোমাকে বা বিন্দু জ্যোতিকে আপনার ভিতর রাখ্‌তে পারে না। তাই সেটা ডুবে যায় বা অপর আধারে যাবার জন্য জীর্ণটাকে ছেড়ে অতল জলে ডুবে পড়ে। তখন তোমার যে কর্ম্ম প্রবল থাক্‌বে, সেই তোমাকে ধ'রে নেয়, আর তাদের মনমত নূতন আধার যোগায়। এই মত ক'রে ঐ জল বাড়ে আর ক্রমে ঐ আধার বা জায়গা অনন্ত জলে ডুবিয়ে দেয়। এখন বুঝ্‌লে কি, কেন তুমি চিরদিন এখানে আছ, আর কেন ঐ জল ক্রমে ক্রমে বাড়ে?"

আমি—"হাঁ মা, বুঝ্‌লাম। এখন বল, কেন কর্ম্ম বলবান হয়?"

কুমারী—"কেন, সেকথাতো তোমাকে বলেছি যে তোমার মনের যে বৃত্তি প্রবল হবে, তারই সঙ্গের কর্ম্ম সব বলবান হবে। শোভনা বৃত্তির সঙ্গী হ'ল সৎকর্ম্ম আর মলিনা বৃত্তির সঙ্গী হ'ল অসৎ কর্ম্ম।"

আমি—"হাঁ মা, এখন সব বুঝ্‌লাম। কিন্তু মা তুমি মাঝে একটী কথা বল্‌লে যে কত কত ঋষিরা

আপনাকে আপনি বোঝ্‌বার জন্য যোগ ক'রে থাকেন। মা, যোগ কি, আর কেমন করেই বা কর্‌তে হয়?"

কুমারী—"বৎছা, যোগ আর কিছুই নয় কেবল আত্মসাক্ষাৎকারের চেষ্টা করা। আর কি ক'রে কর্‌তে হয়, যা জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তার উত্তর এই যে, তার কোন একটী নির্দ্দিষ্ট উপায় নাই, কেননা যে যেটা সোজা উপায় ব'লে মনে করে, তার সেই উপায় ধ'রেই করা উচিৎ। আত্মসাক্ষাৎকার হলেই সকল সৎ কর্ম্ম পূর্ণ হয়, আর অসৎকর্ম্ম বা অসৎ নষ্ট হয়। তখন আপনিই তোমার সেই জ্ঞানের চোক্ ফুটবে, আর সব দেখ্‌তে পাবে ও বুঝ্‌তেও পার্‌বে।"

আমি—"মা, তুমি যে বল্‌লে অসৎকর্ম্ম বা অসৎ নষ্ট হয়, এর আগে অসৎকর্ম্ম বা মনের মলিনা বৃত্তির কথাই বলেছ, কিন্তু অসৎ ব'লে কিছুই ত বল নাই। অসৎ কর্ম্ম ছাড়া অসৎ কিছু কি পৃথক আছে?"

কুমারী—"আছে বই কি, এই জগতে বা মায়াময় সংসারে অসৎই সব, পরে তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। তখন বুঝ্‌বে যে এই জগতে অসৎ ছাড়া আর কিছুই নাই। এমন কি এই সমস্ত জগতও অসৎ। যে সকল বস্তু দেখ্‌তে পাও অর্থাৎ মানুষ, গাছ, পাহাড় ইত্যাদি সবই পার্থিব জিনিস অসৎ; আর এমন

অনেক জিনিস আছে যা দেখা যায়না, যেমন গন্ধ, শব্দ, বায়ু ইত্যাদি এরাও অসৎ। সৎ কেবল, যার ধ্বংস নাই, অর্থাৎ চিরদিন চিরকাল সকল সময়েই সমান রয়েছে। যার কম বেশী নাই ও যার শেষ নাই, এমন যদি কিছু জিনিস থাকে সেইটাই সৎ। অসৎ সকলিই কখন না কখন নষ্ট হবেই হবে। দেখ, পাথর বা পাহাড় তার হয়ত কালে কিছুই থাক্‌বে না। কেন না, কোন রকমে নষ্ট হবে, বা বাড়বে, কম্‌বে; লোকে বলে, শোন নাই যে, এই পাহাড়টা কত দিন দেখি নাই এটা বেড়ে গেছে, তেম্নি গন্ধ কিছু দিন বাদে নষ্ট হয়, এই ক'রে যা সব নষ্ট হয় তাকেই অসৎ বলে, আর যা কখনই নষ্ট হয় না সেইটীই সৎ। সৎ যে কি তাই বুঝ্‌তে আর দেখ্‌তে পেলেই, আপনি যে কে তাও দেখা যাবে, আর আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হবে।"

আমি—"আমরা যা কিছু দেখ্‌তে পাই বা শুন্‌তে পাই, তাহলে সেগুলি সবই অসৎ, তবে সৎ কই মা?"

কুমারী—"সৎ আছে বইকি। তবে সৎ জিনিস মেলা বড়ই দুর্ল্লভ, কেননা জগতে একটী বই সৎ আর দুটী নাই। সেই সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্ম বা পরমাত্মা কিম্বা পরমশিব, তিনিই সৎ। শিব

বল্‌তে মঙ্গলময়, তিনিই সৎ, তাঁকে ছাড়া সবই অসৎ। যার অন্ত হবে বা শেষ হবে সেইটীই অসৎ, আগেই বলেছি। কিন্তু সেই সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম বা পরমাত্মা কি পরমশিব, তাঁর কখন অন্ত নাই বিনাশও নাই কম বেশী নাই তাই তাঁকে অনন্ত বলে। যার সীমা বা শেষ করা যায় না সেইটীই অনন্ত। এখন বুঝ্‌লে সৎ আর অসৎ কি ?

আমি—"না, মা, বেশ বুঝ্‌তে পারি নাই।

কুমারী—"আচ্ছা, ভাব দেখি তোমার একটী খুব বড় গাছ আছে, তোমার কোন বরাতে সেটীকে কাট্‌লে, টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে আগুনে পোড়ালে তখন গাছ আর রইল কি ?"

আমি—"না, গাছ পুড়ে যেয়ে তার আগুন রইল।

কুমাবী—আগুন নিবে গেলে কি রইল ?"

আমি—"তার কয়লা আর ছাই রইল ?"

কুমারী—"সেই কয়লা আর ছাই ফেলে দিলে বা কয়লাতে আবার আগুন ধরিয়ে দিলে, সেটাও ছাই হ'য়ে গেল। তখন আবার সেই ছাই গুলাও ফেলে দিলে, পরে দুই চার বৎসর বাদেও কি সেই ছাই থাক্‌বে ?"

আমি—"না, মাটি হয়ে যাবে, সে ছাই আর দেখাও যাবে না।"

কুমারী—'ভাল, তবে দেখা গেল যে, তেমন বড় গাছটার কিছুই রইল না। তার আবার কিছুদিন পরে হয়ত সেই মাটি গুলাও ধুয়ে গিয়ে কোথায় মিশিয়ে যাইবে; তেম্নি একটা পাহাড় থেকে পাথর এনে, সেই পাথরটাকে পুড়িয়ে ফেল্‌লে; তখন সে পাথর আর পাথর থাকে না, চূণ হয়ে যায়, চূণ জলে গুলে, তাকে কোথাও ফেলে দিলে, কালে দুই চারি বৎসর বাদে সাদা রংও থাকে না; সেটাও মাটি হ'য়ে যাবে, বা যদি সেই পাথরটাকে গুঁড় ক'রে কোথাও ফেলে দাও, সেও কালে মাটি হয়ে যাবে। তেম্নি আবার তোমরা এই অনন্তে মিশে গেলে তোমাদের দেহ পুড়িয়ে ফেলে বা পুঁতে ফেলে, ক্রমে সেটাও মাটি হয়ে যাবে। কিন্তু সেই সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্ম বা পরমাত্মা কিম্বা পরমশিব, তাঁকে পোড়ানও যায় না, গুঁড় করাও যায় না বা কোন রকমে নষ্ট করাও যায় না; কেননা, তার কোন দেহ নাই। গাছ, পাথর, মানুষ এদের দেহ আছে, বা রূপ, রস, গন্ধ সবই আছে। তাঁর রূপও নাই, রসও নাই, গন্ধও নাই, কোন মূর্ত্তিও নাই। তিনি মনের অতীত, কথার অতীত, অর্থাৎ তাঁকে দেখ্‌তে না পেলে বুঝ্‌বে কি করে? আর তাঁর কথাই বা বল্‌বে কি করে? আর এখন বুদ্ধিরও অতীত, না

দেখ্‌লে বুদ্ধিতেও আনবে কি করে? তবে তিনি আছেন এইটী অনুভব করা যায় মাত্র। কেননা, তাঁরই ব্যবস্থা মত সুশৃঙ্খল হয়ে এই জগতে সমস্ত কাজ চলে যাচ্ছে। এই জগতে যার যেটার অভাব বা দরকার, ঠিক সময়ে তার সেইটা এসে পড়্‌ছে। দেখ, গর্ভে একটী ছেলে আছে, সে ভূমিষ্ঠ হ'লে, এই পৃথিবীর কোন জিনিস খেতে গেলেই সে তখনই মারা যাবে, বা খেতেই পারবে না, সেই জন্য তার মায়ের স্তনে দুধ্‌ হচ্ছে। আবার সদ্য ছেলে হলেই যে দুধ্‌ হয় তা নয়, চার পাঁচ মাস আগে থেকেই হচ্ছে, কেননা সেই দুধে তাকে পুষ্ট হতে হবে। সদ্য দুধে বল্‌ কিছুই থাকা সম্ভব নয়। আর যদি সদ্যই দুধ হয়, তা হলে তার প্রসূতি একবারে তাকে পোষণ কর্‌তে হলে সে নিজেই মারা যাবে তাই ক্রমে ক্রমে ঐ দুধ স্তনে এসে থাকে, আবার দেখ বেটা ছেলের বেশী বল হওয়া দরকার, তাই তার জন্য দুধ মেয়ে ছেলের জন্য দুধ যত দিনে হয়, তার চেয়ে একমাস আগেই হচ্ছে; বল দেখি কে ঐটী দেয়, আর ঐ নিয়ম কার? সেই সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা পরমশিব, তিনিই দেন। সেই সর্ব্ব মঙ্গলময় পরমশিব, তিনি সকলের শিবের জন্য অর্থাৎ মঙ্গলের জন্য যখন যার যেটা

দরকার, তাই দেখছেন আর ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছেন। সেই জন্য তাঁকে লোকে পরমেশ্বর বলে। ঈশ্বর বল্‌তে কর্ত্তা, তিনিই পরম কর্ত্তা, আর তিনি এই অনন্তের অধিকারী বা তিনিই অনন্ত। তাঁরই কখন ধ্বংস নাই, ক্ষয় নাই, তিনিই কেবল একমাত্র সৎ, তিনি ছাড়া সবই অসৎ, এখন বুঝ্‌লে কি সৎ আর অসৎটা কি ?

আমি—"হাঁ মা, বুঝেছি। কিন্তু মা, তাঁকে লোকে পাবে কি ক'রে বা দেখ্‌বে কি ক'রে। তিনি, যদি মন ও বাণী আর বুদ্ধির অতীত, তাহলে তাঁকে আমরা এই সহজ বুদ্ধিতে বুঝ্‌ব কি ক'রে, বা দেখ্‌ব বা পাব কি করে ?"

কুমারী—বাছা, তাঁকে পাওয়া বা দেখা সহজ নয়। তাঁকে পেতে চেষ্টা করাই হচ্ছে যোগ, সেই যে যোগের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে, সেই যোগ ক'রে তাঁকে পেতে চেষ্টা কর্‌তে হয়।

আমি—"তবে মা যোগ যে বল্‌লে আত্মসাক্ষাৎ-কারের চেষ্টা করা? আবার একি একটা নূতন কথা বল্‌লে, মা ? যে যোগ ক'রে আত্মসাক্ষাৎ-কারের চেষ্টা করা যায়, তাতেই কি, সেই সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে পাওয়া যায় ? একবারে এ দুটো কেমন ক'রে হতে পারে। যোগীরা আত্ম-

সাক্ষাৎকারের জন্য হাজার হাজার বৎসর যোগ কর্‌ছেন, তবু ফল পেয়েছেন কি না; এই কথা বুঝিয়ে আবার সেই আত্মসাক্ষাৎকার হলেই, তবে অনন্ত যে কি তা বোঝা যাবে বল্‌লে। আবার এখন বল্‌ছ যে, সেই সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই অনন্ত। মা, আমার এই গুলোতে বড় গোল বেধে গেছে।"

কুমারী—"বাছা, পরম ব্রহ্ম দর্শন, বা পরমাত্মা দর্শন, কি আত্মা দর্শন, অথবা আত্ম দর্শন, সবই এক। তোমার তুমিত্ব যেটুকু বা যেটী সেইটীই পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্ম। তবে আগেই বলেছি, তিনি নিরাকার, তাঁর আকার নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই; সে অবস্থায় এই জগতে সকলে তাঁকে পাবে কেমন করে, অবশ্যই তাঁর একটা উপায় চাই। তাই এ জগতে গুরু করণ বা দীক্ষার সৃষ্টি হয়েছে। আবার উপাসনা বা চিন্তা বা পথও দুটী হয়েছে। মন প্রথমে নিরাকার ভাবতে পারেনা, কারণ চিরকাল সে পার্থিব অর্থাৎ আকারযুক্ত সব চক্ষে দেখে তবে ভাব্‌তে শিখেছে, একবারে চক্ষে না দেখে অদৃশ্য নিরাকারকে কেমন ক'রে ভেবে উঠ্‌বে, তাই ব্যষ্ঠি উপাসনার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যষ্ঠি উপাসনায় প্রথমে আকারযুক্ত অর্থাৎ গুরু যেমন

যেমন উপদেশ দিয়ে, যে মত ধ্যান ব'লে দেবেন, সেইমত ভাব্‌তে হয়। তার পরে কর্ম্ম গুণে আপনিই সেই গুরুর বলা আকারটা নিরাকার হয়ে যায়। তখন সমষ্টি উপাসনা আরম্ভ হয়। সমষ্টি উপাসনায় এ জগৎ সমস্তই সেই পরমব্রহ্মের রূপ বা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ আর ব্যোম অর্থাৎ, পঞ্চভূতই তাঁর রূপ হয়ে পড়ে। ক্রমে তাও যেয়ে, শেষ্ খালি তেজটী থেকে যায়। সেই তেজ বা জ্যোতির প্রকাশ হইলেই কর্ম্ম পূর্ণ হয়ে পড়ে। তা হলেই জ্ঞানের চোক ফুটে যায়। আর সেই সঙ্গে আত্মদর্শন বা পরমাত্মা দর্শন হয়। তিনিই অনন্ত, আর তিনিই তুমি। তিনি ছাড়া এ জগতে কিছুই নাই, আর জগৎও তাঁকে ছাড়া নয়। তিনি মনেতেও আছেন, আর তাঁতেও সকল আছে। তবেই দেখ সেই পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমশিব, আত্মা বা তুমি সবই এক জিনিস। আগেই তোমাকে বলেছি যে তুমি সেই অনন্ত জ্যোতির বিন্দুজ্যোতি, আর সেই বিন্দু হয়েও পূর্ণ; সেইটা মনে ক'রে দেখ্‌লেই সব বুঝ্‌তে পারবে। কেমন, এখন বুঝ্‌লে কি যে, আত্মসাক্ষাৎকার, আর পরমাত্মা দর্শন কি, আর যোগ কাকে বলে?

আমি—"মা, কতক বুঝলাম বটে, কিন্তু বেশ

বুঝ্‌তে পারি নাই।" যোগ যে কি, তা এখনও বুঝ্‌তে পারি নাই।

কুমারী—"আচ্ছা বাছা, তোমাকে আমি আর এক রকমে বোঝাবার চেষ্টা করি, দেখি তুমি বুঝ্‌তে পার কি না। জগতে ব্যষ্টি উপাসনা যে, আছে বলেছি সেইটা আগে কি তাই বলি শোন। ব্যষ্টি উপাসনা পাঁচ রকম, অর্থাৎ সেই সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মকে জগতে সকলে পাঁচ রকমে ভাবনা করে। আর তাঁর পাঁচটী রূপ আছে ব'লে মনে মনে কল্পনা ক'রে নিয়ে থাকে। শিব, শক্তি, বিষ্ণু, সূর্য্য ও গণেশ, কিন্তু বেশ বুঝে দেখ্‌তে গেলে জগতে সকলেই কেবল পঞ্চভূতকে নিয়েই ঐ পাঁচটি রূপের কল্পনা ক'রে নেয়। পঞ্চভূত আর ব্যষ্টি উপাসনার পঞ্চ রূপ দুইই এক। সেই জন্য ঐ পঞ্চরূপকে ভাবনা কর্‌তে গিয়ে প্রকারান্তরে পঞ্চভূতকেই সকলে ভাবনা ক'রে থাকে; ঐ পঞ্চ ভূতেই এই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। এমন কি সকল জীবের স্থূল দেহ, সবই ঐ পঞ্চভূতের মিলনে সৃষ্ট হয়েছে। আবার দেখ এর পূর্ব্বেই বলেছি যে, ঐ মত ব্যষ্টি উপাসনা করতে গিয়ে পঞ্চ ভূতই শেষে সেই সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্ম বা পরমাত্মার রূপ হয়ে পড়ে। ক্রমে সকল গিয়ে কেবল মাত্র তেজটি থেকে যায়। বাকী পঞ্চ-

ভূতের চারৃটি অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, মরুৎ, আর ব্যোম সবই যায়। এখন বুঝে দেখ, সেই তেজটীর জ্যোতি থেকেও নিরাকার। কেউ বা সেই তেজকে শক্তি বলে, কেউ বা তাঁকেই পরমব্রহ্ম, পরমাত্মাদি অনেক নাম ধরে ডাকে। যার যা ইচ্ছা তাই ব'লে তাঁর নাম দেয়; সেই তেজ এই সকল জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সকল জায়গাতেই আছে। এক মনে সেই তেজ বা শক্তি যাই বল, তাঁর প্রতি লক্ষ্য করাই হচ্ছে যোগ। আর সেইটা দেখ্‌তে পেলেই আত্মদর্শন বা পরমাত্মা দর্শন হয়। সেই তেজ বা শক্তিই হচ্ছে অনন্ত, আর সেটা সব অবস্থাতেই পূর্ণ। তোমাতেও সেই তেজ আছে। সেই তেজের অভাবেই তোমাকে বা তোমার স্থূল দেহকে মরা বলে; আর তোমার তুমিত্বও লোপ হয়। সেই তেজই পরমব্রহ্ম বা তুমি। সেই তেজ বা শক্তি কি জিনিস তাই বুঝ্‌তে চেষ্টা করাই হচ্ছে যোগ। আর সেইটা দেখাই হচ্ছে আত্মদর্শন। এখন বুঝ্‌লে কি যে, যোগ কাকে বলে? আর আত্মদর্শন বা পরমাত্মা কি পরমব্রহ্মদর্শন যে, কি?"

আমি—"হাঁ, মা, বুঝলাম; কিন্তু মা, আমার সেই পরিবারবর্গ, যাদের তুমি মুর্ত্তিমতী মায়া

বলেছিলে, এখন কই তাদের দেখ্‌তে পাচ্ছি না তারা কোথা গেল ?"

কুমারী—" বাছা, তারা সকলেই এই অনন্ত সাগরে আছে, আর যত দিন না তাদের কর্ম্মের শেষ হয়, ততদিনই থাকৃবে। তবে তোমার দেহে যখন মায়া বলবতী হবে, তখনই তাদের কাছে দেখতে পাবে। এখন তোমার দেহে মায়া বলহীন হ'য়ে লুকিয়ে আছে, আর তোমার লক্ষ্য অনন্তের দিকে আছে, তাই তাদের দেখতে পাচ্ছ না। এই অনন্ত সাগরের এক একটী উচ্ছ্বাসে বা তরঙ্গে এক একটী জগৎ সৃষ্ট হচ্ছে। এতে কত কোটী কোটী উচ্ছ্বাস নিয়ত হচ্ছে, আর কত কোটী কোটী জগৎও নিয়ত সৃষ্ট হয়ে থাকে। ক্রমে ক্রমে তাদের লয় হ'য়ে গিয়ে আবার নূতন উচ্ছ্বাস ও নূতন জগৎ হচ্ছে। সেই এক একটি বড় বড় উচ্ছ্বাসের বা তরঙ্গের ভিতর কত কোটী কোটী ছোট ছোট তরঙ্গ আছে, তারা সকলই একত্র হয়েই বড় তরঙ্গটী হয়ে থাকে। এখন দেখ, সেই ছোট ছোট এক একটী তরঙ্গই জগতের এক একটী জীব মাত্র। জগতে যত গাছ, পাথর, মানুষ, পশু, বা যে সব জিনিস ও জীব চক্ষে দেখা যায় তারাই সেই এক একটী ছোট ছোট তরঙ্গ-মাত্র। তোমার সেই পরিবার বর্গ, যারা তোমার

কাছে পূর্ব্বে ছিল, তারাও ঐ মত এক একটী ছোট ছোট তরঙ্গ বই আর কিছুই নয়। সবাই আপন আপন কাজ ক'রে সেই বড় তরঙ্গে বা উচ্ছ্বাসে মিলে চলেছে। প্রথমে একাই হয়েছে আর আজও তারা একাই চলেছে। একটা ছোট তরঙ্গের কাছে কাছে আর একটা ছোট তরঙ্গ কিছু দিন ভেসে গেলেই, ক্রমে একটা তাদের পরস্পারের উপর লক্ষ্য পড়ে। সেই লক্ষ্য হ'তেই একটা আন্তরিক ভাবের উদয় হয়, সেই ভাবের নামই হচ্ছে ভাল-বাসা বা মায়া। সেই মায়া প্রবল হ'লেই তাদের দিকে আপনিই গিয়ে লক্ষ্য পড়ে, আর লক্ষ্য পড়্লেই দেখ্তে পাওয়া যায়। লক্ষ্য না পড়্লে তাদের দেখ্তে পাবে কেমন করে? তোমার পরিবারবর্গ, তোমার সঙ্গে কিছু দিন একত্রে এই অনন্ত সাগরের একটা উচ্ছ্বাসের ভিতর ভেসে চলেছে, তাই তোমার লক্ষ্য হয়ে একটা ভালবাসার বা মায়ার উদয় হয়েছে। কিন্তু বুঝে দেখ্তে গেলে কেউ কারও আপনার নয় বা কেউ কারও সঙ্গীও নয়, সকলেই একা একা এসেছে, আর একা একা আপন আপন কর্ম্ম শেষ ক'রে, ক্রমে এই অনন্তে ভেসে চলে যাবে। দেখ, যেমন একটী স্রোতে একটী তৃণ ভেসে এসে, আর একটী

তৃণের সঙ্গে মিলে, কিছুক্ষণের জন্য দুটীতে জড়া জড়ি ক'রে ভেসে যায়; আর পরক্ষণেই ঐ স্রোতই তাদের ছাড়াছাড়ি করিয়ে দিলে, যেমন তারা যে যার আপন দিকে চ'লে যায়, সেই মত এই জগতের মধ্যে আপন আপন পরিবারবর্গকে মনে করলেই সকল বুঝ্‌তে পারবে। তোমরা কিছুক্ষণের জন্য সেই তৃণের মত জড়াজড়ি ক'রে চলেছ, কিন্তু যখন অনন্ত স্রোত তোমাদের ছাড়াছাড়ি করিয়ে দেবে, তখন সকলকেই আবার একা একা ভেসে চল্‌তে হবে। যতক্ষণ একত্রে থাক্‌বে ততক্ষণই সেই মায়া বা ভালবাসার উদয় হবে, পরে আর সেটা থাক্‌বে না। আবার তোমার সেই মায়া বলবতী হ'লেই তাদের দিকে লক্ষ্য পড়বে, তখনই সবাইকে দেখ্‌তে পাবে, এখন পাবে না। বুঝ্‌লে কি, এখন তোমার পরিবারবর্গ কোথায়?"

আমি—"না, মা, বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।"

কুমারী—"ভাল, আমি আবার ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছি; দেখ, তোমার ঐ যে জায়গাটা, যেটার উপর তুমি আছ, সেটা যে তোমার স্থূল দেহ তা আমি আগেই বলেছি। সেটা তোমার মনে আছে?"

আমি—"হাঁ মা মনে আছে।"

কুমারী—“আচ্ছা, তোমার যেমন ঐটী স্থূল দেহ, তেম্নি তাদেরও এক একটী ঐ মত স্থূল দেহ আছে। তোমরা ঐ স্থূল দেহ নিয়ে একটী ছোট তরঙ্গের সঙ্গে এই অনন্ত সাগরে ভেসে চলেছ, ক্রমে তোমার পত্নী ভেসে এসে তোমার সঙ্গে একত্র হ'ল, সেই একত্র হওয়াতে আরও ছোট ছোট তরঙ্গ উঠ্‌তে লাগল। এখন দেখ সেই নূতন যে ছোট ছোট তরঙ্গ সব হ'ল, তারাই তোমার কন্যারা। তখন তোমার পত্নী তোমার সঙ্গেই আছে, আর তোমাদের সংযোগে যে তরঙ্গ সব হ'ল, তারাও তোমার সঙ্গেই চলেছে, এই একত্রে যেতে যেতেই তোমাদের পরস্পর একটা লক্ষ্য পড়ে গেল। সেই লক্ষ্য হ'লেই মায়া বা ভালবাসার উদয় হ'ল। আর যখন তাদের প্রতি তোমার লক্ষ্য না হবে তখন আর মায়ার উদয় হবে না। তা হলেই তোমার লক্ষ্য অনন্তের প্রতিই থাকৃবে। এই অনন্তের প্রতি লক্ষ্য থাক্‌লে আর মায়া বলবতী হ'তে পায় না। এখন বুঝে দেখ আবার সেই মায়া বা ভালবাসা যখন প্রবল হবে, তখনই তোমার তাদের দিকে লক্ষ্য করৃতে ইচ্ছা হবে। লক্ষ্য হলেই আবার সবাইকে দেখ্‌তে পাবে। কিন্তু যখন ঐ তোমার স্থূল দেহ এই অনন্তে ডুবে যাবে, তখন আর তোমার কোন লক্ষ্যও থাকৃবে না।

কেন না, অনন্ত স্রোতে তোমাকে তাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করিয়ে দিয়েছে। তখন তোমাকে আবার তোমার এই স্থূল দেহ ছেড়ে আপনার পথ ধ'রে ভেসে চলে যেতে হবে। তবেই দেখ এখন লক্ষ্য না হলে তাদের দেখ্‌তে পাবে কেন?

আমি—"হাঁ, মা, বুঝ্‌লাম। কিন্তু তুমি যে তরঙ্গ বা উচ্ছ্বাসের কথা বল্‌লে সে কি চিরদিনই চলেছে, তার কি শেষ নাই?'

কুমারী—"কেন বাছা, তোমাকে আগেই বলেছি যে, যা কিছু অসৎ বা যার হ্রাস বৃদ্ধি আছে তাদের সকলেরই শেষ আছে। কখন না কখন শেষ হবেই। কেবল সেই এক সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্ম, যিনি সৎ, তাঁরই শেষ নাই, তখন এই উচ্ছ্বাস বা তরঙ্গের অবশ্যই শেষ আছে।

আমি—"মা, একটী কথার জন্য আমার মনে বড় সন্দেহ আছে। পূর্ব্বে যখন তোমাকে দূরে দেখ্‌তে পাই, তার আগে সকল দিকেই একটা আলো হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ সে আলোটা যেন নিবে গেল, এখন আমার জিজ্ঞাস্য যে, সে আলোটা কোথাকার আর কেন হঠাৎ নিবে গেল?"

কুমারী—"আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, সে আলোটা অনন্ত আলো বা অনন্ত জ্যোতি। সে চিরদিনই

সমান ভাবে জ্বলে। কিন্তু যাদের মোহ আঁধারে বা অজ্ঞান আঁধারে ঘেরে ফেলে, তারাই আর সেটা দেখতে পায় না। তোমার যে মনে হয়েছিল হঠাৎ সেই আলোটা নিবে গেছে, কিন্তু তা নয়। তোমাকে তোমার অসৎ কর্ম্মরা কাছে এসে, মোহ বা অজ্ঞান আঁধারে ঘেরে ফেলেছে, তাই তুমি সব অন্ধকার দেখ্‌ছ। সেই আঁধারে কেবল সৎকর্ম্মের বলে আমার দিকে যার লক্ষ্য পড়ে সে সামান্য আলো মাত্র দেখ্‌তে পায়। যতক্ষণ না তোমার অজ্ঞান আঁধার কাট্‌বে ততক্ষণ আর তুমি অনন্ত আলো দেখ্‌তে পাবে না।

আমি—"মা অজ্ঞান আঁধার কাট্‌বে কেমন ক'রে?"

কুমারী—"বাছা, তোমার সৎকর্ম্মরাই তোমার অজ্ঞান আঁধার কাটাবে, তাদের সহায় ক'রে, আমার আশ্রিত হলে, আমিই ক্রমে ক্রমে তোমাকে আবার সেই অনন্ত আলোতে নিয়ে যাব বা দেখাব। সেই জন্যই পূর্ব্বে বলেছি যে, তোমার ঐ সতের আশ্রয় নেওয়াই উচিত। আর কি জিজ্ঞাসা করবার আছে কর?"

আমি—"মা, আমাকে এইটি বুঝিয়ে দাও যে, তুমি যাকে সংসার বা আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র বল্‌লে,

সেখানে কেন সময়ে সময়ে আমাদের সুখ আর দুঃখ ভোগ হয়? আর যদি আমরা কর্ম্মক্ষেত্রের কেউ নই, তা হ'লে সেই সুখও দুঃখ কার ভোগ হয়?

কুমারী—"তুমি জিজ্ঞাসা কর্‌ছ যে, সুখ দুঃখ কার, আর কেন ভোগ হয়, এই দুটির উত্তর দিতে হ'লে, সেই সুখ দুঃখ কার ভোগ হয়, এইটি বুঝ্‌লেই কেন ভোগ হয় তাও বুঝতে পার্‌বে। প্রথমে দেখ, সংসারে বা কর্ম্মক্ষেত্রে কোন সুখ দুঃখ আছে কি না, যদি তার উত্তরে বলি যে, আছে, তা হ'লে তুমি সন্তুষ্ট হবে। কিন্তু যদি বলি নাই, তা হলে তোমার আশ্চর্য্য মনে হবে, আর বল্‌বে যে, যেটা চক্ষে দেখ্‌তে পেয়ে থাক, সেটা নাই ব'লে বুঝ্‌বে কেমন করে। ভাল, এখন দেখ, এই সংসারে বা কর্ম্মক্ষেত্রে তোমার যারা সঙ্গের সাথী, তাদের মধ্যে একটা কেউ মারা গেলে, বা অনন্তের স্রোতে তোমার কাছ থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে, সে আপন কর্ম্মের পথে চলে গিয়ে, অনন্তে ভেসে বেড়াতে লাগ্‌লে, তুমি অম্নি তাকে দেখ্‌তে না পেয়ে কাতর হ'য়ে পড়্‌লে। কিন্তু কেন কাতর হ'লে সেটা বুঝে দেখ্‌তে গেলে, এই পাবে যে তার দিকে লক্ষ্য কর্‌তে ইচ্ছা হয়ে মায়া বা ভালবাসা তোমার ভিতরে বলবতী হয়ে পড়ায়, তার অভাব

এসে পড়্‌ল, অম্নি কষ্ট হ'তে লাগ্‌ল, আর কাতর ক'রে ফেল্‌লে। এখন এতে এই বোঝা গেল যে, সংসার বা কর্ম্মক্ষেত্রে কারো অভাব হ'লে মায়াই জীবকে কাতর করে। আগেই আমি বলেছি যে, মায়া কিছুই নয়, তার যখন হ্রাসবৃদ্ধি আছে, তখন সে অসৎ। এখন দেখা যাক্ মায়া কোথা উদয় হয়। মায়া মনেতেই উদয় হয়। মায়া মনে উদয় হ'লেই যদি মায়ার জিনিসটির অভাব দেখা যায়, তখন দুঃখ এসে সেই মায়ার জায়গা অধিকার করে, অম্নি সকলে কাতর হয়ে পড়ে। এখন বোঝা গেল যে মায়া আর দুঃখ মনেই উদয় হয়। তেম্নি সুখ ও মনে উদয় হয়। তবেই দেখ মনই সুখ দুঃখ ও মায়া এই সকলের কারণ। কিন্তু যদি কেউ পাগল হয়, তা হ'লে তার মনে আর সুখ দুঃখ বোধ থাকে না, আর কারও দিকে মায়াও থাকে না। তখন সেই অবস্থাকে বিকৃত অবস্থা বলে, বা যে অবস্থায় মনটি থাকা উচিত সে অবস্থায় নাই। এখন আমার সেই আগেকার কথা মনে ক'রে দেখ যে, যার রূপান্তর আছে সেটা অসৎ। অসৎ হলেই সেটা নষ্ট হয়ে যায়, থাকে না। এখন এই বুঝে দেখ যে, পাগল হওয়াও যেমন, মনের বিকৃতি অবস্থাও তেম্‌নই। সুখ দুঃখ মনের বিকৃতি

অবস্থা, তখন সুখ দুঃখ যা কিছু তোমরা দেখ্‌তে পাও বা ভোগ কর, তা কেবল মনেই ভোগ হয়, তুমি কিছুই ভোগ কর না, কেন না তোমার তুমিত্ব যেটি, তাতে সুখ দুঃখ কিছুই যেতে পারে না, কারণ সেটা মনের অতীত ; ওগুলো মনের বৃত্তি বই আর কিছুই নয় ; মনেই উদয় হয়, আবার মনেই লয় হয়। আজ যেটার অভাবের জন্য কষ্ট বোধ হচ্ছে, কাল সেটার আর অভাব মনেও হবে না, ক্রমে তোমার কাছে যে, তেমন একটা জিনিস ছিল, কোন চিহ্ন না থাক্‌লে, সে কথাটাও হয়তো মনে থাক্‌বে না। তখন বল দেখি, সংসার বা কর্ম্মক্ষেত্রে কোন সুখ দুঃখ আছে কি না ?”

আমি—“ যদি মা, ঐ কথা ঠিক হয়, তা হলে সুখ দুঃখ নাই। কিন্তু মা, আমরা যখন সকল সময়েই সেই সুখ দুঃখ ভোগ ক’রে থাকি, তখন কেমন ক’রে বলি যে, সে গুলো নাই ?

কুমারী—“ আবার কেন বল্‌ছ যে,” ঐ সুখ দুঃখ তোমরা ভোগ কর ? তোমায় এই বুঝিয়ে দিলাম যে, সুখ ও দুঃখ সব তোমার মন ভোগ করে : তুমি কি সেটা এখনও বুঝ্‌তে পার নাই ?

আমি—“না, মা, বেশ বুঝ্‌তে পারি নাই।”

কুমারী—“আচ্ছা, মনে কর তোমার একটী ভাল-

বাসার জিনিস আছে, সেইটি যে তোমার ভালবাসার জিনিস্, সেটা কোথায় বুঝ্‌তে পেরে থাক ?”

আমি—“অবশ্য মনেই সেটা বুঝ্‌তে পারা যায়।”

কুমারী—“তারপর কিছু দিন বাদে সেই জিনিসটি তোমার নষ্ট হ’য়ে গেল, নষ্ট হ’য়ে যেতেই তোমার সেইটির অভাব হ’ল, সেই অভাবটাও কোথা বুঝ্‌তে পারলে ?

আমি—“সেটাও মনে আর্ চ’কে, কেন না চ’কে দেখ্‌লাম যে সেটার অভাব হয়েছে, তাই বল্‌ছি চ’কে।”

কুমারী—“আচ্ছা, চ’কে দেখ্‌ছ যে, অভাব হয়েছে তাই অভাব বল্‌ছ, কিন্তু ভাব যে, তোমার চ’কের দৃষ্টি ঠিক সেই জিনিসটা যেখানে ছিল সেই খানেই আছে, কিন্তু তুমি অন্যমনস্ক আছ, তখন কি আর চ’কে দেখে অভাব বুঝ্‌তে পেরে থাক ? না মন সেই দিকে দিলেই অভাব বুঝ্‌তে পার ? তুমি শত বার হয়তো সেই জিনিসটে যেখানে ছিল, সেই দিকে দেখ্‌ছ, কিন্তু তোমার মন অন্য দিকে আছে, তখন তুমি কখনই সেটার অভাব বুঝ্‌তে পার্‌বে না। মন দেবা মাত্রই অভাব বুঝ্‌বে, আর অম্নি কষ্ট হবে, কেমন ?”

আমি—“হাঁ, মা এখন বেশ বুঝ্‌লাম যে, মনেই অভাব, চ’কে অভাব নয়।”

কুমারী—"ভাল, এখন বুঝ্‌লে যে, সেই সুখও দুঃখ মন ভোগকরে, তাহলে তুমি সেই যে জিজ্ঞাসা ক'রে ছিলে যে, সুখ দুঃখ কার ভোগ হয়, সেটার উত্তর হ'ল ?"

আমি—"হাঁ মা, হ'ল, এখন কেন ভোগ হয় সেইটে বল।"

কুমারী—"সে কথারও আমি উত্তর দিয়েছি যে, মন বিকৃত হ'লেই সুখ দুঃখ এসে পড়ে। আর বিকৃত না হ'লে সুখ দুঃখ আসে না। মন অতি অসার জিনিস, অতি অল্পতেই সেটা বিকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু যদি কেউ অসৎ জিনিসের উপর লক্ষ্য ছেড়ে, এক সেই সৎ পরম বস্তুর দিকে লক্ষ্য করে, আর মনের সকল বৃত্তিকে সেই দিকে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে আর তার সুখ দুঃখ বোধ কিছুই থাকে না। ক্রমে তার মনের বৃত্তিরাও নষ্ট হয়ে যায়, কেন না সতের এম্নি গুণ যে তাঁর দিকে লক্ষ্য হলেই, আপনিই সেই সঙ্গগুণে সব ময়লা পরিষ্কার হতে থাকে, ক্রমে নির্ম্মল আর নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলে, মন আপনিই একটী আর্শির মত হয়ে যায় ; আর তাতে যা কিছু দেখ্‌তে চাইবে তারই প্রতিবিম্ব পড়ে, তখন যাকে অনন্ত সুখ বলে, তাই ভোগ হয়। সে সুখ সংসার বা কর্ম্মক্ষেত্রে হঠাৎ দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

আমি—"মা, সেই পরম বস্তুর দিকে লক্ষ্য হবে কেমন ক'রে ?"

কুমারী—"কেন বাছা, আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, পরমবস্তু বা সৎ হচ্ছেন, সেই এক পরমব্রহ্ম বা পরমাত্মা, আর সেই আত্মদর্শন বা পরমাত্মা দর্শন কি পরমব্রহ্ম দর্শন কর্‌তে গেলে, যোগের দ্বারা কর্‌তে হয়।

আমি—"হাঁ, মা, এখন বুঝলাম।"

কুমারী—"আর কি তোমার জিজ্ঞাসা করবার আছে কর ?"

আমি—"আমার এই সব কর্ম্মরা এসে এখন আমাকে ঘেরে রয়েছে, কিন্তু মা, এরা এতদিন কোথায় ছিল, আর কেনই বা এখন এরা এসে ঘেরে ফেল্‌লে ?"

কুমারী—"বাছা, ঐ যে সমস্ত জন্তু তোমাকে ঘেরে রয়েছে, ওরা প্রকৃত পক্ষে তোমার কর্ম্মরা নয়, ওরা তোমার কর্ম্মের ফলসবমাত্র, তবে কর্ম্ম ব'লেই ওরা পরিচিত হয়, তাই তোমাকে ওরাই তোমার কর্ম্ম, এই কথা বলেছিলাম। যে যা কর্ম্ম করে তার পরিণাম এই অনন্ততেই থেকে যায়, আর জীবদের কর্ম্ম শেষ্ হবার আগেই, তারা অর্থাৎ জীবদের আপন আপন কর্ম্ম ফল সব তাদের কাছেই

এসে উপস্থিত হয়। অবশেষে যখন তার স্থূলদেহ এই অনন্ত জলে ডুবে যাবে, তখন ঐ কর্ম্মরা বা কর্ম্মফলেরাই তাকে ধরে নেয়, আর যে কর্ম্মরা বা কর্ম্মফলরা প্রবল হবে, তারাই আপন মনোমত আধার দিয়ে আবার তাকে নিজকৃতকর্ম্মের ফলভোগ করাবে। এত দিন এরা এই অনন্ততেই ছিল, এখন তোমার ঐ জায়গা, যেখানে তুমি আছ, সেইটা ডুব্‌তে আরম্ভ হয়েছে ও ক্রমে ক্রমে কমে আস্‌ছে দেখে আপনারাই এসে তোমাকে ঘেরে ফেলেছে।

আমি—"আচ্ছা, মা, তুমি পূর্ব্বে বলেছ যে, সকল কর্ম্মই মন আপন বৃত্তির দ্বারায় করায়, আমি কোন কাজ করি না, আবার বলেছ যে মন অসৎ, কারণ তার হ্রাস বৃদ্ধি আছে। অসৎ হ'লেই সেটা নষ্ট হয়, সেটা নষ্ট হ'লেই তার বৃত্তিসকল ও কর্ম্ম সবই তো নষ্ট হবে। তবে আমি কেন সেই সব কর্ম্মের ফল ভোগ করব?"

কুমারী—"অবশ্য কর্ম্ম তুমি কর না বটে, তোমার মনই করে বা ঐ মন আপন বৃত্তির দ্বারা করায় সত্য, কিন্তু যতদিন ঐ স্থূল দেহ তোমার থাক্‌বে, ততদিন মন, তোমার তুমিত্ব যেটুকু, তার একটী অংশ হয়ে থাকে মাত্র, যেমন স্থূল দেহ তোমার আধার, তেম্নি মনও তোমার একটী অংশ; যখন মন তোমার অংশ,

তখন মনের বৃত্তি হতে যে সব কাজ হবে তার ফল তোমাকেই ভোগ কর্তে হবে। তবে—”

আমি—“মা, কিছুই বুঝ্‌তে পারলাম না, সব যে আবার আমার গোল হ’য়ে গেল।”

কুমারী—“আচ্ছা, বাছা, তোমাকে আমি একটী মোটা কথায় বোঝাই তাই আগে বুঝে দেখ, পরে সুক্ষ্মভাবে বুঝিয়ে দেব, মনের উৎপত্তি স্থান কোথা, প্রথম সেইটে বুঝে দেখ্‌লে, তবে তোমাকে অপর কথা বোঝাব। মনের উৎপত্তিস্থান হচ্ছে, জীবাত্মা আর পরমাত্মার যেখানে মিলন হয়েছে সেই স্থান-টিকেই মনের স্থান বলে। দেখ ঐ জীবাত্মা আর পরমাত্মাকেই শিব শক্তি বা প্রকৃতি পুরুষ বলে। তাঁদের দুটিরই এক একটী তেজ আছে ও সেই তেজ দুটি বেরিয়ে যেয়ে যেখানে মিল হয়, তাকেই গুরু পাদুকা বা মনের স্থান অথবা আজ্ঞা বলে, সেই স্থানেই মন সর্ব্বদা আছে ও থাকে, আর ঐ জায়গায় যে শক্তি আছে, সেই শক্তি হতেই, মনের বৃত্তি সকল প্রকাশ পায়। যোগের দ্বারায় মনকে সৎ অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত করলে, সৎসঙ্গ গুণে সেই মনের বৃত্তি সব লোপ হয়ে যায়, আর তার অপর ক্রিয়া বা কামনা কিম্বা সুখ দুঃখ বোধ কিছুই থাকে না। এখন ঐ যে মনের স্থান, সেখানে মন আপন বৃত্তিদের নিয়ে

বাস করুছে, বেশ বুঝে দেখ্‌তে গেলে, যখন তোমা হতেই ঐ মনের উৎপত্তি, তখন তার কর্ম্মফল তোমাকেই ভোগ করুতে হবে না তো আর কে করুবে? একটী কথায় বুঝে দেখ. তোমার কোন আপনার লোক কারও কিছু ক্ষতি করেছে, তাতে সেই লোকটার যা ক্ষতি হবে, সেটা তোমাকেই পূরণ করুতে হবে, কেন না তোমার আপনার ব'লে তুমিই তার জন্য দায়ী; তোমার লোকের দোষের ফলভোগ তোমাকেই করুতে হ'বে। এ সব হ'ল মোটা কথা, কিন্তু সূক্ষ্ম ক'রে দেখ্‌তে গেলে, ঐ সব কর্ম্মের ফল, যে কর্ম্ম করে, সেইই ভোগ ক'রে থাকে, অর্থাৎ মন কর্ম্ম করছে, মনই তার ফল ভোগ করবে। আজ তোমার ঐ আধারের ভিতর জীবাত্মা আর পর-মাত্মার তেজ দুটির মিলনে যে মনের উৎপত্তি হয়েছে, ঐ আধারটি নষ্ট হ'য়ে গেলে, সেই মনও নষ্ট হ'য়ে গেল; তুমি আধারহীন হয়ে এই অনন্তে ভেসে বেড়াবে, আর তোমার তেজও এই অনন্তে মিশে থাকুবে, তখন আর ঐ জীবাত্মা ও পরমাত্মার উভয় তেজের মিলনের উপায় থাকুবে না; সেই জন্য মনেরও লয় হয়ে যাবে। কিন্তু ফের যখন নূতন আধারে গিয়ে ঢুকুবে, তখন আবার ঐ মনের উৎপত্তি হবে; যেমন তার উৎপত্তি হ'ল, অম্নি সে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলসব

ভোগ কর্‌তে থাক্‌বে। কিন্তু তুমি বল্‌তে গেলে ঐ মন তোমা ছাড়া নয়, সেই জন্য কর্ম্মফল তুমিই ভোগ্ কর্‌বে, আগে বলেছিলাম। এখন বুঝলে কি যে, কর্ম্মফল কে ভোগ কর্‌বে ? আর কেন এত দিন ঐ কর্ম্মরা আগে ছিল না, ও কেন এখন এসেছে ?

আমি—"হঁা, মা, এইবার বুঝলাম।"

কুমারী—"বাছা, তুমি একটী কথা পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করেছিলে সেটার উত্তর তোমাকে দেওয়া হয় নাই। আমি যে, সেই পূর্ব্বে কোয়াশাকে কু-আশা বলেছিলাম, সেই কু-আশাটা তুমি বুঝতে পার নাই, তাই এখন তোমাকে সেইটে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করি। কু-আশা বল্‌তে গেলে কু-তৃষ্ণা বা কু-লালসা বোঝায়, কিন্তু সেই যে অবস্থায় তোমাকে কু-আশায় ঘেরেছিল, সেখানে কু-তৃষ্ণা বা কু-লালসাটা কি সেইটে আগে দেখা উচিত। দেখ, যখন তুমি তোমার পরিবার বর্গের কাছে বসেছিলে, আর আমোদ আহ্লাদ কর্‌ছিলে, তখন বল দেখি তোমার মনে এই হয়েছিল কিনা যে, এর চেয়ে সুখের আর কিছুই নাই ; আর তুমি সেইমত সকল পরিবারদের একত্রে নিয়ে চিরদিন কাটাতে পার্‌লে তুমি চির সুখী হতে পার এই মনে করেছিলে কি না ?

আমি—"হাঁ, মা, আমার সে সময়ে মনের ভাব ঠিক ঐ মতই হয়েছিল"।

কুমারী—"আচ্ছা, এর পূর্ব্বে আমি যা সব তোমাকে বুঝিয়েছি, তাতে তুমি বেশ বুঝেছ যে, ঐ পরিবার বর্গ অর্থাৎ তোমার পত্নী, তোমার কন্যারা, তোমার কন্যার পুত্রও কন্যারা তোমার আপনার কেউই নয়। তারাও তোমার মত এই অনন্ত সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে, আর সকলে আপন আপন কর্ম্ম ক'রে চলেছে।

আমি—"হাঁ মা, তাও বুঝেছি।"

কুমারী—"ভাল, ভবে এখন ভেবে দেখ, তোমার সেই যে মনে হয়েছিল যে, তুমি ঐ সব পরিবারবর্গ নিয়ে চিরদিন থাকৃতে পেলে চির সুখী হতে পারবে সেটা কি তোমার কু-লালসা নয়? কেন না, তোমাকে বারবার বলেছি যে, তারা কেবল মূর্ত্তিমতী মায়া বৈ আর কিছুই নয়, আর তারা তোমায় সুখী করবার জন্য কিছুই করে নাই, কেবল তোমাকে এখন তারা ঘেরে নিয়ে এই অনন্ত সাগরে ভেসে চলেছে। যখন স্রোতের মাঝে প'ড়ে তারা অপর দিকে ভেসে চ'লে যাবে, বা তুমি তাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে আপনি অপর দিকে চ'লে যাবে, তখন আর পরস্পর, কেউই

কাউকে খুঁজে ধর্‌বে না, বা ধর্‌তে পারবেও না, তখন তোমার সেই সুখ ইচ্ছাটা কি কু-তৃষ্ণা বা কু-লালসা নয় ?

আমি—“হাঁ, মা, তাইই বটে, এখন কু-আশাটা কি, তা সব বুঝ্‌লাম।”

কুমারী—“না, এখনও তুমি বেশ বুঝ্‌তে পার নাই, কারণ আমি এখনও যখন তোমাকে সকল কথা বলি নাই, তখন তুমি সব বুঝ্‌বে কেমন করে ? যা’গ্, কু-লালসা বা কু-তৃষ্ণাটা কি, তা বুঝেছ, এখন দেখ্‌তে হবে যে সেই কু-লালসা বা কু-তৃষ্ণা অমন করে ঘের্‌লে কেন ? সেটা দেখ্‌তে গেলে এই দেখা যায় যে, কোয়াশাতে অন্ধকার করে বটে, কিন্তু সামান্য আলোও দেখা যায়, এতেও তেম্নি আলো আর অন্ধকার দুইই আছে, কেন না তুমি সেই অনন্ত জ্যোতি অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মের দিকে, অর্থাৎ যাতে সেই অনন্ত সুখ আছে, তার দিকে লক্ষ্য ছেড়ে এই জগতের অসার মায়াতে মুগ্ধ হ’য়ে তাকেই পরম সুখ ব’লে জ্ঞান করেছিলে, আর তখন সেই সময়ের জন্য সেই অনন্ত জ্যোতি বা সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম তোমার লক্ষ্য হতে সরে গিয়ে ছিলেন, কেবল মায়া বলবতী হ’য়ে প’ড়ে তোমাকে মোহ অন্ধকারে ঘেরে ফেল্‌তে প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু

তার সঙ্গে তোমার অসৎ কর্ম্ম সব এসে যোগ না দিলে সেই অন্ধকারের পূর্ণত্ব হয় না, সেই জন্য কোয়াশার মত তেজ ও অন্ধকার একত্রে মিলেছিল। আবার দেখ যেটী অনন্ত জ্যোতি সেটি সকল সময়েই পূর্ণ, সামান্য মায়া বা মোহ একা তাঁকে অন্ধকার কর্‌তে পারে না, তাই তোমার সেটাকে কোয়াশা ব'লে মনে হয়েছিল। আমিও ঐ সকলের জন্য তোমার সেই অবস্থাকে কোয়াশা না বলে, কু-আশা বা কু-তৃষ্ণা অথবা কু-লালসা বলেছিলাম। প্রকৃত পক্ষেও সে সুখ আশাটা কি তোমার কু-আশা নয়? কেন না, সেটা কেবল তোমার মনের বিকৃতি মাত্র; ভাল ক'রে দেখ্‌তে গেলে তাতে কিছুমাত্র সুখ নাই। এইবার বল যে, কু-আশার অর্থ বুঝ্‌লে কি না?"

আমি—"হাঁ, মা বুঝেছি বটে কিন্তু আরও দুই একটী আমার সন্দেহ এসে পড়ল।"

কুমারী—"কি তাও বল, আমি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করি।"

আমি—"মা, তুমি বল্‌লে যে মায়া বলবতী হয়ে মোহ অন্ধকারে ঘেরে ফেলেছিল, কিন্তু অসৎ কর্ম্ম তার সঙ্গে যোগ না দেওয়ায় অন্ধকারটা পূর্ণত্ব পায় নাই, তাই কতক আলো আর কতক অন্ধকার

হয়েছিল, সেই জন্য সেই অবস্থাটাকে আমি কোয়াশা ব'লে ভেবে ছিলাম। আচ্ছা, মা, যদি তাই হ'ল তবে শীঘ্রই সেটা আবার কেটে গেল কেন?

কুমারী—"আচ্ছা, তোমার সাম্‌নে তোমার সেই পরিবারবর্গ ছিল, সেই জন্য মায়া বলবতী হয়ে উঠেছিল; কিন্তু যেই ঐমত আধ অন্ধকার আর আধ আলো হয়ে উঠ্‌ল, অম্নি তোমার পরিবারদের দিকে আর লক্ষ্য না থেকে, সেই অন্ধকারের দিকে লক্ষ্য গেল। ক্রমে ঐ মোহ অন্ধকার তোমার পরিবারদের তোমার লক্ষ্য থেকে দূরে নিয়ে যেয়ে-ফেল্‌লে, বা চক্ষের আড়ালে নিয়ে গেল। অম্নি তখন তোমার তাদের দিক হতে সম্পুর্ণ ভাবে লক্ষ্য দূর হয়ে গেল, আর অম্নি মায়াও মন থেকে অন্তর হল; যেই মায়া সরে গেল অম্নি মোহ অন্ধকার কাট্‌তে লাগ্‌ল। মোহ অন্ধকার কাট্‌বার পরই, তোমার পরিবারবর্গকে তোমার কাছে দেখ্‌তে না পেয়ে, তাদের অভাব মনে হ'ল আর অম্নি মনের অপর একটী বৃত্তি প্রবল হ'ল অর্থাৎ কষ্ট এসে পড়ল। কষ্ট থেকে তোমার শোক এল তার পরে তুমি ডেকে ডেকে তাদের সাড়া না পেয়েই বিরক্ত হ'য়ে পড়ায়, মনে বৈরাগ্যের উদয় হ'ল। বৈরাগ্যই হচ্চে কর্ম্ম শেষ্ হবার পুর্ব্ব চিহ্ন। যেই সে চিহ্নের

উদয় হ'ল, অম্নি তোমার কর্ম্ম'রা তোমার কাছে এসে পড়্ল। কর্ম্ম'রা এসে পড়তেই আবার অন্ধকার হয়ে সেই অন্ধকারটা পূর্ণত্বহ'য়ে গেল, কিন্তু তার পূর্ব্বে কর্ম্ম ছিল না. কেবল বৈরাগ্যেরউদয় হওয়ায়, তোমার মনের বৃত্তি যে মায়া সেটা গুপ্তভাবে থেকে গেল। সেই জন্য প্রথম একবার পরিষ্কার হয়েছিল, কিন্তু বৈরাগ্যের উদয় হবার পরেই কর্ম্ম'রা এসে পড়ায় ঐ অন্ধকারটি পূর্ণত্ব পায়। এই হ'ল অনন্তের নিয়ম, এখন বুঝ্‌লে কি কেন সেই আধ অন্ধকার আধ্ জ্যোতি হয়ে, পরে কেটে গেল ও আবার কেন অন্ধকার হল ?"

আমি—"হাঁ, মা, এখন বেশ বুঝ্‌লাম। এই সব কথার পর আমার একটী কথা হঠাৎ মনে হ'ল যে, আমি এতক্ষণ যার সঙ্গে কথা কচ্ছি, তিনি যে কে সেটা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, বা কিছুই জানি না। মায়ের মত উপদেশ দিয়ে যিনি আমার অনেক ভ্রম দূর কর্‌লেন, তিনি যে কে তার কিছুই জানি না ; এই কথা মনে হয়েই বড় লজ্জা হ'ল, আর এতক্ষণের পর পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌তে বড় ভয়ও হ'ল, সেই ভয়ে ও লজ্জায় আমার মনের ভাব এক রকম হ'য়ে গেল। একটু সাম্‌লে নিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "মা, তুমি কে ? এতক্ষণ যে তোমাকে

পরিচয় জিজ্ঞাসা করি নাই, সেই জন্য আমার অত্যন্ত অপরাধ হয়েছে, সে অপরাধ ক্ষমা কর।”

কুমারী—আমার কথা শুনে হেঁসে বল্লেন “বাছা, তোমার তাতে কোন অপরাধ হয় নাই। তোমাকে আমি এসে যে অবস্থায় দেখেছিলাম, ও সে সময়ে তোমার মনের ভাব যে রকম ছিল, সে অবস্থায় প'ড়ে কেউ কাকেও পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারে না। কেবল তোমার মত আপন উদ্ধারের জন্য কাতর হয়। কিন্তু যদি এই অনন্ত সাগরে প'ড়ে সকলের আপন আপন কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকে, আর সেই জ্ঞানের মত সকল কাজ ক্'রে যায়, তখন তাদের আর কোন ভয় থাকে না, বা ভয়ের কারণ ও থাকে না। অবশ্য সকলেই কি সকল সময়ে, সকল দিক বিবেচনা ক'রে কাজ কর্‌তে পারে? কিন্তু যদি আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মের দিকে লক্ষ্য থাকে, তাহাহলেই যথেষ্ট হয়। তাদের আর কোনরূপ মনের কষ্টে দিন কাটাতে হয় না। এই যে সব অসৎ কর্ম্ম আছে, তাদের ফলে জীবকে কত যে মনের মধ্যে কষ্ট ভোগ কর্‌তে হয় তার সংখ্যা করা যায় না। যার যেমন অসৎ কর্ম্ম তার তেম্নি কষ্ট ভোগ হ'য়ে থাকে। কিন্তু যদি কেউ সৎকর্ম্ম মনে ক'রে না বুঝ্‌তে পেরে, ভ্রমে পড়ে কোন অসৎকর্ম্মও

করে ফেলে, তার কি সেই কর্ম্মের মত কষ্ট ভোগ হয়? কখনই না। সৎ ইচ্ছাই কেবল তাকে রক্ষা করে ঐ মত কর্ত্তব্যের দিকে লক্ষ্য থাক্‌তে থাক্‌তে তার আর ভ্রম হয় না, কেন না, ক্রমে ভ্রম আর আস্‌তে পায় না। তখন সেই কর্ত্তব্য জ্ঞানই তাহাকে ধীরে ধীরে সৎপথে নিয়ে যায়, আর তার সৎইচ্ছা সকল বলবতী হয়। এই মায়াময় কর্ম্মক্ষেত্রে অসৎ কর্ম্মরাই জীবকে ক্রমে অজ্ঞান অন্ধকারে নিয়ে যেয়ে ফেলে, আর তার যত রিপুসব প্রবল ক'রে দেয়, রিপু বলতে শত্রুকে বুঝায়, আর সেই শত্রুরা প্রবল হলেই আর তাকে সৎপথে যেতে দেয় না, কেবল অসৎ পথেই তাকে ঘুর্‌তে হয়। সৎসঙ্গই সকল সুখের কারণ, আর তাতে অনন্ত সুখও আছে। অসৎ সঙ্গ কেবল কষ্টের কারণ, তাতে সুখের লেশ মাত্র নাই, কেবল কষ্ট। এখন তোমার উচিত যে সর্ব্বদা কর্ত্তব্য জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য রাখা, তাহলে আপনিই সৎ এসে তোমার সঙ্গী হবে, আর তুমি যে, সেই ভয় খেয়ে কাতর হ'য়ে পড়েছিলে, সে মত তোমাকে আর কাতর করতে পার্‌বেনা। তোমাকে আমি যা সব বলেছি, তাতে তুমি বেশ বুঝেছ যে, মনই তোমার সকল সৎ আর অসৎ কর্ম্মের কারণ। মনের বৃত্তি যদি সৎ হয়, তাহলে তোমার সৎকর্ম্মরা

সকলেই বলবান হবে আর বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু যদি মনের বৃত্তি অসৎ হয়, তাহলে অসৎই বৃদ্ধি পাবে। এখন সেই মনের লক্ষ্য যাতে এক সেই পরমবস্তু বা সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মের প্রতি হয়, তার চেষ্টা কর, সেদিকে লক্ষ্য হ'লেই মন নির্ম্মল হবে, আর তোমার কোন কষ্টই থাক্‌বেনা। আমি তোমাকে সকল কথাই বলেছি, সকল সময়ে সেই গুলি স্মরণ রেখ, তাহলে আপনিই তোমার কর্ত্তব্য জ্ঞান আস্‌বে, আর কোন কষ্ট থাক্‌বে না। আমার তুমি পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলে, আমিও তোমাকে এতক্ষণ বলি নাই বটে। আমার নাম "ভক্তি"। এই অনন্ত সাগরে যাঁর পূর্ণ অধিকার, আমি তাঁর একটী দাসী মাত্র। এই সাগরে আমি সকল সময়েই ঘুরে বেড়াই, আর যে ভয়ে কাতর হয়, বা যার সংসারে বা কর্ম্মক্ষেত্রে থেকে, মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাকে আমি আমার আশ্রিত ক'রে নিয়ে সেই অনন্ত জ্যোতিঃ বা পরমব্রহ্ম অথবা পরমাত্মাকে দর্শন করাই। আমার এই কাজ, তোমার সেই পরিবার বর্গকে দেখ্‌তে না পেয়ে মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় আমাকে দেখ্‌তে পেয়েছ। যখন যে এই মায়াময় সংসার বা কর্ম্মক্ষেত্রকে মায়াময় ব'লে ঠিক বুঝ্‌তে পারবে, তখনই সে আমায় দেখ্‌তে পাবে।

কিন্তু জীব সকলকে সর্ব্বদাই তাদের আপন আপন অসৎ কর্ম্ম দোষে নিয়তই মোহ অন্ধকার এসে ঘেরে রয়েছে, সেই জন্য তারা চিরদিন অন্ধকারেই বাস ক'রে থাকে। আর সেই অন্ধকারে থাকলে, তাদের আদৌ কোন লক্ষ্য থাকে না, বা তারা লক্ষ্য করতে পারে না। সেই জন্য আমার কাছে এই সামান্য জ্যোতি পেয়ে প্রথম তারা কিছু দেখতে পায়। পরে যখন তাদের চক্ষে সেই অনন্ত জ্যোতি প্রকাশ হয়, তখন আর আমার এই সামান্য জ্যোতির দরকার হয় না। তাদের দৃষ্টি সেই অনন্ত জ্যোতির উপর পড়ে।"

কুমারীর এই কথা শুনে আমার যেন সমস্ত ভয় আপনিই দূর হয়ে গেল, আর আমার মনে হল, আমি এতক্ষণ যে, ঐ কুমারীকে "মা" ব'লে ডাক্‌ছিলাম, এখন দেখ্‌ছি সত্যই ইনি "মা" বটেন। এই মনে হয়ে আমি যোড় হাত ক'রে তাঁকে যেমন প্রণাম করতে গেলাম, অমনি হঠাৎ যেন আমার সেই ছোট জায়গাটি থেকে, প'ড়ে যাবার মত হ'য়ে টলে পড়লাম। টলে পড়েই চম্‌কে উঠ্‌লাম, আর অমনি আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভেঙ্গে দেখি, যে, আমি সেই আপনার রাত্রের বিছানাতেই শুয়ে আছি। প্রায় ভোর হ'য়ে এসেছে, চারি দিকে চেয়ে

দেখ্‌লাম যে সেই আমার শয়ন ঘর, সেই ঘরে যেখানে যে সব জিনিস ছিল তাও ঠিক আছে। তখন ভাবলাম কোথায় সেই অনন্ত সাগর, কোথায় সেই আমার কর্ম্মরা, কোথায় সেই ভক্তি, যিনি মায়ের মত সকল উপদেশ দিচ্ছেলেন, আর কোথায় সেই আমার জায়গা, বা যেটাকে ভক্তি আমার স্থূল দেহ ব'লে পরিচয় দিলেন, সবই কি সেই অনন্তে মিশে গেল? যদি তাই মিশ্‌ল, তবে আমার স্মৃতিটাও গেল না কেন? আমি ঘুমের সময় যে সকল স্বপ্ন দেখেছি সে সব এখনও যে, মনে রয়েছে, তবে কি পূর্ব্বস্মৃতি থাকে? এই সময় ভক্তি যে সকল কথা বলেছিলেন সেই সমস্ত ভেবে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। ভাব্‌তে ভাব্‌তেই মনে হ'ল যে স্মৃতিটে থাকে কোথায়? ভেবে স্থির করলাম, যে সেটা মনেই থাকে। মনে যদি থাকে, তা হলে অবশ্য এই জন্মের বা এই স্থূল দেহ ধ'রে যা সব কাজ হ'চ্ছে তার সমস্তই মনে থাক্‌বার কথা। কিন্তু মনে থাক্‌তে গেলেও, আর একটী জিনিসের আবশ্যক, সেটি জ্ঞান, কেন না, মনে আর জ্ঞানে ঐক্য না হ'লে, কোন কথাই ঠিক করা যায় না। কিন্তু জ্ঞানটা আবার কি, সেটা ভাব্‌তে গিয়ে দেখলাম যে ভগবানের একটী নাম সচ্চিদানন্দ। সৎ-চিৎ আর

আনন্দ এই তিনটি কথায় সচ্চিদানন্দ হয়েছে, যেটি নিত্য সৎ সেইটি ভগবান, যেটি জ্ঞান বা চৈতন্য স্বরূপ সেটি ভগবান, আর যেটি নিত্যানন্দ স্বরূপ সেইটিও ভগবান। তবে জ্ঞান বা অন্তর চৈতন্য-স্বরূপ যে জিনিসটি আছে সেইটিই ত ভগবান। তা হ'লে মনের সঙ্গে ভগবানকে ঐক্য ক'রে মিলন কর্‌লেই পূর্ব্ব স্মৃতিগুলি আপনিই উদয় হয়। আর সমস্তই ঠিক করা যায়। তখন মনে হ'ল যে ভক্তি বলে ছিলেন যে, সেই সচ্চিদানন্দই পরম ব্রহ্ম আর তিনিই অনন্ত। এখন এই যে আমার স্বপ্নাবস্থার স্মৃতিটি আছে, তার কারণই এই বুঝলাম যে, স্বপ্নের সময় ভক্তির আশ্রয় পেয়ে সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দের সঙ্গে মনের মিলন হয়ে ছিল, তাই এখনও সেটা সব মনে আছে। অনন্তে যেটা থাকে সেটার ক্ষয় হয় না বা নষ্ট হয় না। কেবল নিজ কর্ম্মরা, সময়ে সময়ে গোল ক'রে দেয় মাত্র। অস্মি আমরা সব ভুলে গিয়ে সেই পূর্ব্বস্মৃতি গুলোকে খুঁজে পাই না। আজ এখনও আমার কোন কাজ আরম্ভ হয় নাই তাই সমস্ত মনে আছে। যেমন কাজ আরম্ভ হবে আর অস্মি কাজের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত গোল হয়ে যাবে ও ভ্রম হবে। জগৎ বল্‌তে গেলে অনেক আছে, তার মধ্যে প্রধান দুটি। একটী বাহ্য

জগত, অর্থাৎ যা সব আমরা সর্ব্বদা চক্ষে দেখি। আর একটীর নাম অন্তর্জগৎ, যেটি আমরা আদৌ চক্ষে দেখ্‌তে পাই না। তবে যোগের দ্বারা সেটা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যদিও ভক্তি, আত্ম-সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করার নামকেই যোগ বলেছেন বটে কিন্তু ঐ আত্মসাক্ষাৎকার করতে গেলেই, অন্তর্জ্জগতের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই যে বাহ্য জগৎ আছে এইটি সমস্ত মায়াময় বা মায়ায় পূর্ণ। সেই মায়াহতেই মোহ এসে পড়ে, আর মোহহতেই অপর দিকে, বা অন্য যে কোন জগৎ আছে সেটার দিকে, লক্ষ্য করতে না দিয়ে, একবারে অন্ধ ক'রে রাখে। তাই মোহকে সকলে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। আমরা যখন জাগ্রত অবস্থায় থাকি, তখন আমাদের এই পঞ্চভূতাত্মক দেহে মায়া বলবতী থেকে কেবল আপনার ঘর, আপনার বাড়ী, আপনার পরিবার ইত্যাদি করতে বা বল্‌তে শিক্ষা দেয়। কিন্তু ঘুমালে সেই আত্ম সংজ্ঞা লোপ পায় আর তখন বাহ্য জগতে লক্ষ্যও থাকে না। কেন না এই বাহ্য জগতের সঙ্গে আমাদের এই পঞ্চভূতা-ত্মক দেহের সঙ্গেই সম্বন্ধ। কিন্তু আমাদের পরমাত্মা নিষ্ক্রিয় নন, যদিও তিনি জড়ের মতন এই পঞ্চভূতা-ত্মক দেহের ভিতর আছেন বটে, কিন্তু তাঁর যে শক্তি

সব আছে তারা স্থির নয়। সেই জন্য সুষুপ্তির সময়ে অন্তর্জ্জগতেই আমাদের মন ঘুরে বেড়ায়। আর সেই সময়ে যে সব কাজ হয়, তাই আমরা স্বপ্ন ভাবে দেখে থাকি। আবার সুষুপ্তি ভঙ্গ হলেই সেই সমস্ত কাজের কিছু কিছু মনে থাকে, কারণ মন তখনও অপর কোন কাজে জড়িত হয় নাই কিন্তু যেই এই মায়াময় সংসারে বা বাহ্য জগতে লক্ষ্য এসে পড়ে, অম্নি ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বস্মৃতি সব দূর হ'য়ে যায়, আর অপর দিকে মন লিপ্ত হ'য়ে থাকে। ক্রমে এই বুঝলাম যে প্রকারান্তরে ঐ সুষুপ্তি অবস্থাই আমাদের তৎসময়ের মৃত্যু অবস্থা, আর স্বপ্নগুলি যেন পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম সকল। আবার তেম্নি সুষুপ্তি ভঙ্গ অবস্থাই হচ্ছে শৈশবাবস্থা। এই প্রকার কত কি ভাবতে ভাবতে আমি আপনার শয্যা ত্যাগ ক'রে উঠ্‌লাম। উঠেই হঠাৎ মনে হ'ল যে, যে সব বিষম ভাবনায়আমার মন অত চঞ্চল ছিল, কিছুই তখন মীমাংসা কর্‌তে পারি নাই; এখন দেখ্‌ছি যে, সে সকল গুলিনেরই মীমাংসা হ'য়ে গেছে।

—o—